চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 154 Sunday, 5 May, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১৫৫ সংখ্যা ✻ ২২ বৈশাখ, ১৪৩১ রবিবার, ৫ মে, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ দেশে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ২

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীন বিএসএফ জওয়ানরা গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে তিন জনকে আটক করেছে। ..বিস্তারিত পাতা ৫

বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জন্য হেলিকপ্টার বরাদ্দ করল নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য রাজ্য জুড়ে সফর করতে হচ্ছে সুকান্ত মজুমদারকে। ..বিস্তারিত পাতা ৭

প্রকাশিত হয়েছে আইসিসির বার্ষিক র‍্যাঙ্কিং তালিকা। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন প্রথম স্থান দখল করে রাখার পর অবশেষে সিংহাসন হারাল ভারত। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘সত্যটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে’

‘মোদি ফুটো ভাঁড়’, মতুয়াগড়ে নির্বাচনী প্রচারে আক্রমণ মমতার

দুরন্ত বার্তা, চাকদহ, ৪ মে ঃ প্রচন্ড গরম থেকে একবিন্দু স্বস্তি নেই এখনও। তারই মাঝে দক্ষিণবঙ্গে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মতুয়া গড় রানাঘাটে জোড়া সভা করেন। রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর হয়ে চাকদহে নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে তীব্র শব্দে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বললেন, নরেন্দ্র মোদি ফুটো ভাঁড়। পাশাপাশি রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তৃণমূল সুপ্রিমোর মন্তব্য, তাঁর অনেক ছবি আগেই নেত্রীর কাছে এসেছে। সেই সব ছবি যদি সামনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে জগন্নাথ সরকারের গদি উলটে যাবে। রানাঘাট কেন্দ্রটি মতুয়াগড় বলে পরিচিত। আর সেখানে নির্বাচনী প্রচারে সিএএ, এনআরসি বিরোধিতাকে যে হাতিয়ার করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো, তা স্বাভাবিক। চাকদহের সিংহের মাঠ ময়দানের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, একাধিকবার মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্বের ‘লোভ দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ভোট নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে মতুয়াদের কোনও রকম নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেয়নি। যতদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে রয়েছেন, ততদিন পশ্চিমবঙ্গে সিএএ হতে দেবেন না বলে কার্যত হুঙ্কার দিলেন তিনি। পাশাপাশি রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে নিয়ে মমতার দাবি, তাঁর অনেক ছবি আগেই নেত্রীর কাছে এসেছে। সেই সব ছবি যদি সামনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে জগন্নাথ সরকারের গদি উল্টে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস নোংরা রাজনীতি করে না। তাই সেসব ছবি প্রকাশ্যে আনছেন না। আগামী ১৩ মে, চতুর্থ দফায় ভোট রানাঘাটে। ওইদিন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীকে বিপুল ভোটে জয়ী করে দিল্লির সংসদে পাঠানোর আবেদন জানান তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, দিল্লিকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তৃণমূল কংগ্রেসই রাজ্যের একমাত্র ভরসা। এদিনের জনসভায় প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজি দাস ও অন্যান্য তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। সন্দেশখালির স্টিং দেখে বোঝা যায় বিজেপির মধ্যে পচন কতটা গভীর। বাংলার সংস্কৃতিকে হেয় করতে সব স্তরে অপমান করার ষড়যন্ত্র। ইতিহাসে দিল্লির কোনও শাসক দল রাজ্য এবং জনগণকে অপমান করেনি। দিল্লির ষড়যন্ত্রমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা রুখে দাঁড়াতে হবে। মানুষ কী জবাব দেবে তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। এদিন সন্দেশখালির ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘সন্দেশখালির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। বিজেপি পরিকল্পনা করে ওটা করেছে। এখন সত্যটা ফাঁস

হয়ে গিয়েছে।’ নদিয়ার চাকদহের সভা থেকে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘মিথ্যাপাদী বলে তোপ দাগেন মমতা। একই সঙ্গে সিএএ, এনআরসি লাগু করতে দেবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দেন। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে মমতা বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে ভালো নাটক তৈরি করেছিলেন। আসল তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এটা পরিকল্পনা এবং বিজেপির তৈরি করা নাটক। কেন্দ্রের প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাণ্ডকারখানা দেখছেন। রাজভবনের কর্মীর সঙ্গে কী করা হচ্ছে। মেয়েদের ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করছেন উনি। আর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন। কথায় কথায় সন্দেশখালি সঙ্গেশখালি করেন, কই রাজ্যপাল প্রসঙ্গে আপনি তো একটি কথাও বললেন না। রানাঘাট রাজ্যের মতুয়া অধ্যুষিত লোকসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম। এদিনের সভা থেকে মতুয়াদের জন্য রাজ্য সরকার কী কী করেছে, সেই তালিকাও তুলে ধরেন মমতা। তিনি বলেন, মতুয়াদের জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি। আমিই বড় মা-কে বঙ্গবিভূষণ দিয়েছিলাম। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করেছি। মতুয়া বিকাশ পরিষদ তৈরি করেছি। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি। ঠাকুরনগরে ফুল মান্ডি তৈরি করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায়, মধু আর বিধু। মধু মানে নম্বর ওয়ান আর বিধু মানে নম্বর টু। মধু-বিধু দুই ভাই, মিথ্যে কথা বলে যায়। তাই তো বলি এখন সময়, ওদের আপনারা বিদায় দিন। এনআরসি খেলা হবে, সিএএ-র খেলা হবে, ইউনিফর্ম সিভিক কোডের খেলা হবে, মোদী মিথ্যে বিরুদ্ধে খেলা হবে। দেশ আমরাই গড়ব, বাংলাই দেশ গড়বে। মমতা বলেন, তৃণমূল যা প্রতিশ্রুতি দেয়, ১০০ শতাংশ করে। বিজেপির কাছে মানুষের কথার কোনও দাম নেই। ওরা যে গ্যারান্টি-গ্যারান্টি বলে, সেটা মিথ্যা। কোনও কাজ করে না ওরা, শুধু মিথ্যা প্রচার চালায়। প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলে, আপনারা ১৫ লক্ষ পেয়েছেন? বিনামূল্যে গ্যাস পেয়েছেন? বিনা পয়সা বিদ্যুৎ পেয়েছেন? কিচ্ছু পাননি। রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকেও আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, সব তথ্য আছে। ফাঁস করে দেব। সবাই জানে, আপনার চরিত্র কেমন।

সন্দেশখালির ‘স্টিং ভিডিও’ হাতিয়ার করে তোপ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ ভোটের আগে সন্দেশখালি কাণ্ডে নয়া মোড়। ভাইরাল হয়েছে ‘স্টিং ভিডিও। সেই ভিডিও-কে হাতিয়ার করে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর তোপ, সন্দেশখালি বিজেপির পরিকল্পিত চক্রান্ত। বাংলাকে ছোট করার নির্লজ্জ চক্রান্ত। চলতি বছরের শুরু থেকেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি। রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় তদন্তকারীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সেই জল গড়ায় অনেক দূর। অভিযোগ উঠে আসে, সন্দেশখালিতে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। জমি কেড়েছে এলাকার বেতাজ বাদশা-রা। মামলা হয়েছে। শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত। জাতীয় মহিলা কমিশনও পদক্ষেপ করেছে। এবার সেই কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে এসেছে ভিডিও। যেখানে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে, সন্দেশখালির ‘ধর্ষনের অভিযোগ সাজানো’। তাঁর দাবি, পুরো বিষয়টি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পরিকল্পনামাফিক ঘটানো হয়েছে। ‘খালি হাতে নয়’, টাকা-মদের বিনিময়ে এই সমস্ত কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলেও ভিডিও-তে দাবি করেছেন তিনি। অভিষেকের দাবি, আজ বিজেপি নেতা বলছেন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। ফেক অভিযোগ করেছেন টাকা দিয়ে। ৬ মাস আগের ধর্ষণের কথা বলে অভিযোগ। যাতে মেডিক্যাল করতে না হয়। এরা যে এত নিচু তলার বেহায়া নির্লজ্জ হতে পারে আমার জন্য ছিল না।

ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে কংগ্রেস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয় না ঃ প্রধানমন্ত্রী

লোহারদাগা, ৪ মে ঃ নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে কংগ্রেস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেয় না। শনিবার ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগার নির্বাচনী জনসভা থেকে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, ১০ বছরে মোদী দেশের একটি বড় অংশকে মাওবাদী হিংসা থেকে মুক্ত করেছে। কিন্তু কংগ্রেস এখনও মাওবাদী নকশালদের সমর্থন করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, সংবিধান যখন তৈরি হয়েছিল, বাবা সাহেব আম্বেদকর ও সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আমাদের দেশে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না। দলিত, আদিবাসী এবং অনগ্রসর শ্রেণী সংবিধানের অধীনে সংরক্ষণ পাবে। কিন্তু কংগ্রেস আপনাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে এবং সংবিধানকে বিকৃত করে একটি শ্রেণীকে রিজার্ভেশন দিতে চায়। কংগ্রেস আপনাদের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তাই আপনাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কংগ্রেস যে চশমা পরে, তাতে একটাই ভোট ব্যাঙ্ক দেখা যায়- সেটা হল মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক। কংগ্রেসের এই নীতির কারণে সকলেরই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যেখানে বিজেপি সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বলে। বিজেপি সরকারের নীতিতে কারও প্রতি কোনও বৈষম্য নেই। কংগ্রেস যখন সরকারে ছিল, তখন তারা পাকিস্তানকে ‘প্রেমপত্র পাঠাত শান্তির আশায়। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ সেই চিঠির জবাবে আরও বেশি করে সন্ত্রাসবাদী পাঠাত ভারতে। ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি বদলেছে। এখন ভারত ‘ মে ঘুসকে মারতা হ্যায়।’ এভাবেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাইল লালবাজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এসইটি গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ। ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট সদস্যের তদন্তকারী দলও তৈরি করা হয়েছে। জানা গেছে, রাজভবনের ওসির কাছে সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে পাঠানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বোমা ফাটান রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী। দাবি করেন, রাজ্যপাল বোস তাঁর দুবার শ্লীলতাহানি করেন। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। যদিও অভিযোগ খারিজ করে দেন সি ভি আনন্দ বোস। এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক যোগসাজশ রয়েছে বলেই মনে করছেন তিনি। আর তার পরই রাজভবনের তরফে বিবৃতি জারি করা হয়। এর পর রাজভবনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকী ভোটের সময় পুলিশ রাজভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। যদিও কলকাতা পুলিশের দাবি, রাজভবনের তরফ থেকে এরকম কোনও তথ্য পুলিশের কাছে নেই। সে কারণেই ওই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। আট সদস্যের সেট গঠন করা হয়। শুক্রবার রাজভবনে যান ওই বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্যরা। তরুণীর অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজও চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলেই খবর। প্রসঙ্গত, আগামী ১৩ মে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ভোট। এই কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে দাঁড়িয়েছেন বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তৃণমূল এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে রানাঘাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীকে। আর সিপিএমের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছেন অলকেশ দাস।

আবার রাজ্যে প্রচারে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচার আরও জোরদার করতে চাইছে বিজেপি। এই মর্মে ফের রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা শীর্ষ বিজেপি নেতা অমিত শাহ। রবিবার রাতে রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ, করবেন সাংগঠনিক সভা। এরপর সোমবার বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে দুর্গাপুরে সভা করবেন অমিত শাহ। এরপর কৃষ্ণনগরে বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনেও প্রচার করবেন অমিত শাহ। বুধবার বনগাঁ, বীরভূম ও আসানসোলে জনসভা ও রোড শো করবেন জে পি নাড্ডা। ১২ মে আরামবাগে প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। চতুর্থ দফা ভোটের আগে ১০ মে, ফের বাংলায় আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সভা ও রোড শো করবেন রানাঘাট, বীরভূম ও হাওড়ায়। রাজ্যজুড়ে প্রচারের সুবিধায় এবার হেলিকপ্টারের আয়োজন করা হল সুকান্ত মজুমদারের জন্য। এবার নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনে নালিশ করে এল কংগ্রেস। অভিযোগ, ভোটপ্রচারে নজর কাড়তে শিশুদের ব্যবহার করেছেন অমিত শাহ। হায়দরাবাদের বিজেপি প্রার্থী মাধবী লতার হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন শাহ। গত ১মে হায়দাবাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভায় শিশুদের দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, সমাবেশ চলাকালীন এক শিশুর হাতে বিজেপির প্রতীকযুক্ত পতাকাও ছিল, যা নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিরঞ্জন রেড্ডি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করে শাহের শাস্তি দাবি করেছেন। তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের ওই শীর্ষনেতার দাবি, এভাবে ভোট প্রচারে শিশুদের ব্যবহার নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের শামিল।

কমবে তাপমাত্রা, হতে পারে ঝড়বৃষ্টিও, স্বস্তির খবর শোনাল হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্যে হাওয়া বদল। প্রচণ্ড গরম থেকে এবার হয়তো মিলবে স্বস্তি। সপ্তাহান্তে স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া বদল। সাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ঢুকবে। সোম ও মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনি ও রবিবার গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গ। এই দুদিন ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। ৯ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে অসম ও উত্তরবঙ্গে। ছত্তিশগড় থেকে রায়েলসীমা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রয়েছে। এই অক্ষরেখা তেলেঙ্গানার উপর দিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে। দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের স্পেল রবিবার পর্যন্ত। পশ্চিমের ৯ জেলায় তাপপ্রবাহ। বাকি

জেলায় গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। তাপপ্রবাহের প্রভাব বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে। বেলা বাড়লে জেলাগুলিতে রীতিমতো লু বইবার সম্ভাবনা। শনিবার সামান্য বৃষ্টি শুরু উপকূলে। রবিবার বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। সোম ও মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। রবিবার পর্যন্ত মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। শনি ও রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ভিজতে পারে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং। ৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা

‘পদ গৌণ, ভালবাসাটাই মূল’, দাবি কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ ব্রাত্য বসুর ‘মধ্যস্থতায় কিছুক্ষণের বৈঠক! শনিবার দুপুরে ডেরেক ও ব্রায়েনের বেকবাগানের বাড়িতে আধঘণ্টার বৈঠকে ছিলেন ‘অভিমানী কুণাল ঘোষ। তাতে কি ‘বরফ গলল’, ‘সমস্যা কি মিটল ? তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সেরে বেরিয়ে ‘ কুণাল ঘোষের গলায় আবার গানের সুর। শোনালেন, ‘আজ কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে।’ সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তৃণমূলে ছিলাম, আছি, থাকব। যদিও ‘মধ্যস্থতার কথা মানতে রাজি হননি রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মুখপাত্র ব্রাত্য বসু।সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, কিছু আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে কী হয়েছে তা মিডিয়ার সামনে বলব না। তবে বাকিটা কী হয়, দেখতে থাকুন। প্রশ্ন করা হয়েছিল, আলোচনায় কি তাঁর অভিমান মিটেছে? কুণালের ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তর, এভাবে হ্যাঁ বা না-তে কিছু বলা যায় না। ক্ষতস্থানের চিকিৎসা শুরু হলেই বোঝা যায় না আঘাত সেরেছে কিনা। দলে হারানো পদ ফিরে পাবেন? ‘পদ গৌণ, ভালবাসাটাই মূল’, দাবি তাঁর। যদিও ব্রাত্য বসুর মধ্যস্থতায় কুণালকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে, তা মানতে নারাজ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। বরং তাঁর দাবি, আমি একটা তৃণমূলের লোক, আরেকটা তৃণমূলের লোককে নিয়ে আরেকজন তৃণমূলের লোকের বাড়িতে এসেছিলাম। এটা নিয়ে এতো হাইপের কি আছে? ভোটের রণনীতি নিয়ে কথা হয়েছে। সব তো প্রকাশ্যে বলা যায় না।

ভারতকে ‘জাতিবিদ্বেষী’ তোপ বাইডেনের, পাল্টা দিলেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ কয়েকদিন আগেই ভারতকে ‘জাতিবিদ্বেষী বলে তোপ দেগেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাঁর মতে, ভারত নাকি জেনোফোবিয়া বা প্রবাসী আতঙ্কে ভোগে। কিন্তু সিএএ প্রসঙ্গ টেনে বাইডেনের এই দাবি সম্পূর্ণ নাকোচ করে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মিত্রদেশকে পালটা দিয়ে বলেন, ভারত সব ধারার মানুষকে স্বাগত জানায়।

এএনআই সূত্রে খবর, শনিবার বাইডেনের মন্তব্যের পাল্টা দিতে গিয়ে জয়শংকর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিবরণ দেন। এই আইন কার্যকর করে কীভাবে দেশে সব ধারার মানুষকে স্বাগত জানানো হচ্ছে তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এটাই প্রদর্শন করে ভারত কতটা মুক্তমনা। ইতিহাস সাক্ষী আছে আমাদের দেশ সবসময় সকল ধারা, সকল শ্রেণির মানুষের জন্য দরজা খোলা রাখে। যাঁরা বিপদে পড়ে আমাদের দেশে আসার প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁদের আমরা সব সময় স্বাগত জানাই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাইডেন মন্তব্য করেছিলেন, কেন চিন ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির হয়ে পড়ছে? কেন জাপান সমস্যায় পড়ছে? কেন রাশিয়া এবং ভারতের একই অবস্থা? তিনি প্রশ্ন তুলেছিলন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েও।

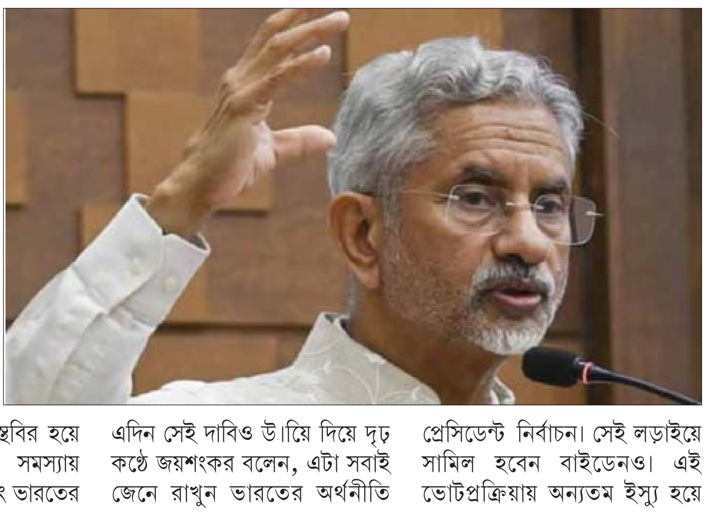

এদিন সেই দাবিও উ।ড়িয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে জয়শংকর বলেন, এটা সবাই জেনে রাখুন ভারতের অর্থনীতি মোটেই নড়বড়ে নয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই লড়াইয়ে সামিল হবেন বাইডেনও। এই ভোটপ্রক্রিয়ায় অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠছে প্রবাসীদের বিষয়টি। যা নিয়ে শুরু হয়েছে মেরুকরণ। বাইডেন প্রবাসীদের পক্ষে হলেও তাঁর প্রতিপক্ষ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রবাসী বিরোধী। গত ১ মে একটি অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের উপস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন, আমাদের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান উন্নতির অন্যতম কারণ আপনারা এবং এমন অনেক মানুষ। আমেরিকার আর্থিক জৌলুসের অন্যতম কারণ বিদেশিদের স্বাগত জানানো। যা উদার মানসিকতার নিদর্শন। এখানেই প্রবাসীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ভারতকে তোপ দাগেন বাইডেন। যার পাল্টা দিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন জয়শংকর।

প্রভাত ফেরি'-র আয়োজনে মনসুখ মান্ডভিয়া, মালা ও তিলক পরিয়ে স্বাগত জানাল জনতা

পোরবন্দর, ৪ মে ঃনিজ সংসদীয় এলাকা গুজরাটের পোরবন্দরে 'প্রভাত ফেরি'-র আয়োজন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা মনসুখ মান্ডভিয়া। শনিবার সকালে সূর্যের আলো ফোটার আগেই প্রভাত ফেরির আয়োজন করেন মনসুখ মান্ডভিয়া। জনতা তাঁকে ফুলের মালা ও তিলক পরিয়ে স্বাগত জানান।পোরবন্দরের বিজেপি প্রার্থী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, ভোরে ঘুম থেকে উঠে 'ভজন' করা এবং গ্রামে ঘুরে বেড়ানো একটি ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা। আমার নির্বাচনী প্রচারের সময় আমি খুব ভোরে গ্রামে গ্রামে যাই এবং মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলি। এটিও আমার জনসংযোগের একটি উপায়।

তৃণমূল এবং 'ইন্ডি' জোটের উপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

কৃষ্ণনগর,৪ মে ঃতৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিশানা করেছেন বিরোধীদের ইন্ডি জোটকেও। গত শুক্রবার নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ' রেশনকেও ছাড়েনি তৃণমূল। সর্বত্র দুর্নীতি। তৃণমূল এবং ' ইন্ডি জোটের উপর থেকে মানুষ আস্থা হারিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, দেশে ১৫টা সিটও পাবে না তৃণমূল। সরকার গড়বে কী ভাবে? কংগ্রেস তো এ বার ' সেঞ্চুরি'ও করতে পারবে না। ৫০-এরও কম আসন পাবে। এরা সরকার কী ভাবে গড়বে? সরকার একমাত্র গড়তে পারে বিজেপি।কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের সদস্য তথা বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সমর্থনে তেহট্টে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অমৃতা রায় ছাড়াও তেহট্টের মঞ্চে ছিলেন রানাঘাটের প্রার্থী জগন্নাথ সরকার এবং বহরমপুরের প্রার্থী নির্মল সাহা। তাঁদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মোদী। তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সরাসরি পরিষেবায় বিশ্বাসী। তাই তৃণমূলকে নয়, সোজা মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চান। তৃণমূল সরকারের তা পছন্দ না হওয়ায় তারা টাকা আটকে দেয়। অন্যদিকে কৃষ্ণনগরেতে, বাংলার গৌরবময় নামকে কলঙ্কিত করছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্দ্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শুক্রবার কৃষ্ণনগরের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা সন্দেশখালিতে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিল, কিন্তু যেহেতু অপরাধী তাদের কাছে সম্পদ ছিল, তারা কখনও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা সিএএ বাস্তবায়ন ঠেকাতে পারবে না। সিএএ-এর মাধ্যমে, আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আশ্বাস দিচ্ছি যারা ভারতের নাগরিকত্ব পেতে চায় যে তারা শীঘ্রই কেন্দ্রীয় উদ্যোগের সুফল ভোগ করবে।অন্যদিকে যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ।

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীই ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনঃঅমিত শাহ

হুক্কেরি, ৪ মে ঃ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীই ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। কর্ণাটকের হুক্কেরির নির্বাচনী জনসভা থেকে সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ।অমিত শাহ এদিন বলেছেন, মাত্র ১০ বছরেই প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশকে বিশ্বের একাদশতম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে নিয়ে গেছেন। আমি এখানে আপনাদের মোদীর গ্যারান্টি সম্পর্কে বলতে এসেছি। আমরা আবারও সরকার গঠন করলে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করব।অমিত শাহ আরও বলেছেন, রাহুল বাবা এন্ড কোম্পানি দেশকে নিরাপদ রাখতে পারে না। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীই পারেন ভারতকে নিরাপদ রাখতে। মনমোহন-সোনিয়া শাসনকালে সারা দেশে নিয়মিত বোমা হামলা হতো। তারা কিছুই করেনি, শুধুমাত্র নিজেদের ভোটব্যাংককে খুশি রাখতে। উরি এবং পুলওয়ামায় যখন হামলা হয়েছিল তখন পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। ১০ দিনের মধ্যে, পাকিস্তানকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বিমান হামলার মাধ্যমে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা মহিলা নেতৃত্বে অগ্রগতি তুলে ধরেঃরুচিরা কাম্বোজ

নিউইয়র্ক, ৪ মে ঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ দেশে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তার ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যবস্থাপনার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করেছে।ইন্ডিয়াস সিপিডি ফিফটি সেভেনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রুচিরা কম্বোজ সমাজের তৃণমূল স্তরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপর এর রূপান্তরমূলক প্রভাব তুলে ধরেন। লিঙ্গসাম্যের বিষয়ে ভারতের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে।

পাঠানকোট-মান্ডি সড়কে দু'টি সুড়ঙ্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, দূরত্ব কমল অনেকটাই

পাঠানকোট, ৪ মে ঃদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে পাঠানকোট-মান্ডি সড়কে দু'টি সুড়ঙ্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দু'টি সুড়ঙ্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় পাঠানকোট ও মান্ডির মধ্যে দূরত্ব কমে গেল অনেকটাই। ২১৯ কিলোমিটার থেকে কমে পাঠানকোট ও মান্ডির মধ্যে এখন দূরত্ব ১৭১ কিলোমিটার।ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কোটলার কাছে পাঠানকোট-মান্ডি চার লেন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দু'টি ডাবল-লেনের সুড়ঙ্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। উঁচু পাহাড়ের মাঝে ত্রিলোকপুর ও কোটলার মধ্যে এই দু'টি টানেল তৈরি করা হয়েছে। ২১৯-কিলোমিটার পাঠানকোট-মান্ডি স।কটি ভারত সরকারের কৌশলগত সড়ক প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি, যা পাঠানকোটকে লেহ, লাদাখ এবং অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাঃ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কানাডা পুলিশ

অটোয়া, ৪ মে ঃ খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কানাডা পুলিশ ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা সকলেই ভারতীয় নাগরিক এবং প্রায় ৫ বছর ধরে ওই দেশে বসবাস করছে বলে জানা গিয়েছে। করনপ্রীত সিং, কমলপ্রীত সিং এবং করণ ব্রার নামে ওই তিনজনের বিরুদ্ধে হত্যা এবং হত্যার ষ।যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। কানাডা পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে তদন্ত চলবে।কানাডা পুলিশ শনিবার হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া তিনজনের ছবি প্রকাশ করেছে। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) একটি বিবৃতিতে করণপ্রীত সিং, কমলপ্রীত সিং ও করণ ব্রার-এর ছবি প্রকাশ করেছে, সবাই ভারতীয় নাগরিক। তিনজনকে আলবার্টার এডমন্টন শহরে গ্রেফতার করা হয়।

কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধী মুখ উন্মোচিত হয়েছেঃশেহজাদ পুনাওয়ালা

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। শনিবার শেহজাদ বলেছেন, কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধী মুখ উন্মোচিত হয়েছে। দ্বারকায় সমুদ্রের অতলে প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থনাকে কটাক্ষ করেছেন রাহুল গান্ধী, এরই প্রেক্ষিতে শেহজাদ বলেছেন, কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধী মুখ উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে, প্রধানমন্ত্রী যিনি একজন কৃষ্ণ ভক্ত, দ্বারকায় যান এবং সমুদ্রের নীচে প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে, রাহুল গান্ধী তা নিয়ে উপহাস করেছেন এবং নাটক বলেছেন।শেহজাদ আরও বলেছেন, সম্প্রতি খা।গেজি রাম ও শিব ভক্তদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছিলেন... ''সনাতন একটি রোগ''-এর মতো এই ধরনের বিবৃতি আসছে কংগ্রেস এবং তাঁদের সঙ্গীদের কাছ থেকে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরোধিতা করার পর, কংগ্রেস এখন ভগবান কৃষ্ণের বিরোধিতা করছে... যারা নিজেদের ''যদুবংশী'' বলে, সেই অখিলেশ যাদব এবং তেজস্বী যাদব চুপ কেন? তাঁদের হিন্দু বিদ্বেষ এখন প্রকাশ্যে স্পষ্ট।

জেএমএম ও কংগ্রেসকে তোপ মোদীর, পালামুর জনসভায় দারিদ্র দূরীকরণে দিলেন জোর

পালামু, ৪ মে ঃঝাড়খণ্ডের পালামুর জনসভা থেকে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, মোদীর ১০ বছরের শাসনকালে ২৫ কোটি দেশবাসী দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। শনিবার পালামুর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জেএমএম-কংগ্রেস নেতারা দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল সম্পদ তৈরি করেছেন। সম্পত্তি হোক অথবা রাজনীতি সবকিছুই তাঁরা নিজেদের সন্তানদের জন্য করছেন। তারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে অনেক কালো টাকা রেখে যাবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, অভাবের জীবন কাটিয়ে আমি এখানে এসেছি। অতএব, গত ১০ বছরে দরিদ্র কল্যাণের জন্য প্রতিটি প্রকল্পের অনুপ্রেরণা হল আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। এখন যখন আমি সুবিধাভোগীদের সঙ্গে দেখা করি, তা আমার আনন্দের অশ্রু। যারা দারিদ্র্য দেখেছে, যারা কষ্টে জীবন কাটিয়েছে তারাই বুঝতে পারে এই কান্না। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, মোদী এখানে কর্মসংস্থান বাড়াতে চান, আপনাদের জীবনে সুখ আনতে চান। কিন্তু কংগ্রেসের লোকজন আপনাদের জমি ও সম্পত্তির উপর নজর রেখেছে। কংগ্রেস-জেএমএম-এর আর কিছু নজরেই আসে না।

গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি মৃত্যু ৫ জনের

মুসৌরি, ৪ মে ঃউত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, গাড়িতে থাকা একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। ন্যান্সি নামে ওই মহিলা যাত্রী গুরুতর

কৈখালিতে কাপড়ের গুদামে ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা!

কলকাতা, ৪ মে ঃ কৈখালিতে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বহুতলের ওপরের তলায় অবস্থিত কাপড়ের গুদামে। আগুন ধরে যায় পাঁচ তলা গুদামের একে বারে উপরের তলায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে কৈখালির কাছে দশদ্রোণ এলাকায় বহুতলে আগুন লাগে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় ওই গুদামের উপরের তলায়। গুদামের সঙ্গে ওই ভবনে একটি গেঞ্জি তৈরির কারখানা রয়েছে বলেও খবর।আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশ এবং দমকলে খবর দেয়। কিছু ক্ষণ পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় তারা। এই ঘটনায় এখনও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কারখানার ভিতরেও কেউ আটকে নেই বলেই খবর। যদিও কী কারণে আগুন লেগেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ব্রাজিলের দক্ষিণাংশে বৃষ্টি ও বন্যায় মৃত ৩৭, নিখোঁজ কমপক্ষে ৭৪ জন

ব্রাসিলিয়া, ৪ মে ঃব্রাজিলের দক্ষিণাংশে রিও গ্রান্ডে ডু সোল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিতে অন্ততপক্ষে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৭৪ জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েকদিন প্রবল বর্ষণের দরুন ওই এলাকায় অভূতপূর্ব প্লাবন দেখা দিয়েছে। জলের তোড়ে ক্ষতি হয়েছে বাঁধেরও।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই বন্যার কারণে ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন, বিদ্যুৎ ও পাণীয়

প্রফুল্ল চাকীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, যথোচিত মর্যাদায় পালিত বীর বিপ্লবীর প্রয়াণ দিবস

কলকাতা, ৪ মে ঃভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম আত্মবলিদানকারী বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী। প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলো সংস্কার ভারতী ও ভারতীয় সংগ্রহালয়, কলকাতা। ২ মে আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সভাগৃহে বীর বিপ্লবীর প্রয়াণদিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র বাংলার বুকে প্রথম প্রদর্শিত হলো।অনুষ্ঠানের শুরুতেঃপ্রফুল্ল চাকী- হুতাত্মা বাঙালি বীর শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিপ্লবীর পৌত্র সুব্রত চাকি। আলোচকরূপে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের শিক্ষা আধিকারিক ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য, সমাজসেবী জয়ন্ত পাল, তথ্য চিত্র নির্মাতা সুমিত ঘোষ প্রমুখ।দেশাত্মবোধক গান কবিতার মাধ্যমে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। পরিচালনায় পারমিতা নিয়োগী । কবিতা পাঠ করেন মল্লিকা রায়। আলোচনা চক্রের শুরুতে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত তার স্বাগত ভাষনে বলেন, সংস্কার ভারতী চায় প্রফুল্ল চাকীর আত্মাহুতি দেওয়া মোকামা স্টেশনের নামকরণ প্রফুল্ল চাকীর নামে হোক। তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে সংস্কার ভারতী।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তথ্য চিত্র প্রদর্শন। বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী শীর্ষক তথ্যচিত্রটি প্রথম প্রদর্শন হল। ৩৩ মিনিটের তথ্য চিত্রটি নির্মাণ করেন সুমিত ঘোষ। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, সংস্কার ভারতী সঙ্গীত নৃত্য নাটকের মত ফিল্ম নিয়েও তাদের কাজের ধারা অব্যাহত রেখেছে।তারই অঙ্গ স্বরূপ এই তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। আগামীদিনে ফিল্ম ফেসটিভ্যাল এর উদ্যোগ নেওয়া হবে।প্রফুল্ল চাকী ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে (বাংলা ২৭শে অগ্রহায়ণ ১২৯৫ সাল) বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অধীন বিহার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ চাকী ও মাতা স্বর্ণময়ী দেবী। তিন দাদা প্রতাপ চাকী, জগ চাকী ও চারু চাকী এবং দুই দিদি কুসুম কামিনী ও সৌদামিনী। প্রফুল্ল চাকী ছিলেন সকলের ছোট। 'চাকী' কিন্তু উপাধি, প্রকৃত পদবী হলো 'বোস'। রাজনারায়ণ চাকী বগুড়ার নবার এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। প্রফুল্ল-র বাল্য নাম ছিল ফুলো। মাত্র ২ বসর বয়সে পিতা মারা যাওয়ার পরে বড়দা প্রতাপ চাকী-ই ছিলেন অভিভাবক। ১৯০২ সালে ১৪ বছর বয়সে তিনি রংপুর জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাগুড়ার নামুজা জ্ঞানদা প্রসাদ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং মাইনর পাশের পর ১৯০২- ১৯০৫ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলা স্কুল এবং রংপুর জাতীয় স্কুলে ১৯০৫ সালের নভেম্বর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক ছাত্রের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি স্বদেশী সভায় যোগদানের শাস্তি হিসাবে স্কুলে জরিমানা করায় তার প্রতিবাদে ২০০ জন ছাত্রসহ বিদেশী সরকারের স্কুল ছেড়ে রংপুর জাতীয় স্কুলে ভর্তি হন নবম শ্রেণীতে ১৯০৫ সালে। ছোটবেলায় নিজের এলাকায় তিনি ক্লাব, পাঠাগার, ব্যায়ামাগার এবং লাঠি ও ছোরা খেলার জন্য আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই তিনি একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির সদস্য হন। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছুকাল জামা ও জুতো পরা থেকে বিরত থাকেন। প্রফুল্ল চাকী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব নেবার পূর্বে ১৯০৬ সালে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের ছোট লাট স্যার ফুলারকে হত্যার চেষ্টা এবং ১৯০৭ সালে দু'বার বাংলাদেশের ছোটলাট ফ্রেজার-কে হত্যার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। এরপর ১৯০৮ সালের ২৪শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গে ৩টি পিস্তল ও বোমা নিয়ে কলকাতা থেকে মজঃফরপুর যাত্রা করেন। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু ম্যাজিষ্টেট কিংসফোর্ড-এর ফিটন গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন কিন্তু কিংসফোর্ড সেই গাড়িতে ছিলেন না। মৃত্যু দুই মহিলা মিসেস ও মিস কেনেডি। ১৯০৮ সালের ২রা মে সকালবেলা, এক পুলিশ কর্মী নন্দলাল ব্যানার্জী -র চতুরতায় বিহারের মোকামাঘাট ষ্টেশনে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়েন কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা না দিয়ে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিহারের মোকামাঘাট ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের রিভালবারের গুলিতে আত্মাহুতি দিয়ে দেশমাতৃকার কোলে লুটিয়ে পড়েন। তখন হুতাত্মা প্রফুল্ল চাকীর বয়স মাত্র ২০ বছর। অপর বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েএবং তাঁর ফাঁসি হয় ১১ আগষ্ট ১৯০৮ সালে।এদিনের আলোচনায় উঠে আসে - বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে ব্রিটিশ পুলিশ কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। পরবর্তীকালে প্রফুল্ল চাকীর মাথাটিকে ১৩ নম্বর লর্ড সিনহা রোড এর গোয়েন্দা দপ্তরের প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের অন্যতম সহ সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য।

অমিত শাহ ভিডিও বিকৃতি মামলাঃঅরুণ রেডিডকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভিডিও বিকৃতি মামলায় অরুণ রেডিড নামে একজনকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। অরুণ রেডিড নামে এই ব্যক্তি 'স্পিরিট অফ কংগ্রেস' নামক এক্স অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করে। ভিডিও বিকৃতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ।শনিবার দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অরুণ রেডিডকে শুক্রবার দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করেছে, গতকাল রাতেই বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছিল তাঁকে এবং আইএফএসও ইউনিট তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। শনিবার তাঁকে পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হবে।

সুরক্ষা ব্যবস্থা সাজিয়ে নিল পুলিশ-প্রশাসন, দিল্লির নানা স্থানে মক ড্রিলের আয়োজন

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ সম্প্রতি দিল্লি-এনসিআর-এর বিভিন্ন স্কুলে আসা ভুয়ো ইমেল-কে ঘিরে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল, সেই ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে দিল্লিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করল দিল্লি পুলিশ ও প্রশাসন। সুরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার পাশাপাশি নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যে শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত দিল্লির নানা স্থানে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়।দিল্লির রাজীব চক মেট্রো স্টেশনে মক ড্রিলের আয়োজন করেনদিল্লি সুরক্ষা বাহিনী। শনিবার সকালে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয় দিল্লির আর কে পুরম এলাকার একটি স্কুলে, দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে শুক্রবার রাতে মক ড্রিলের আয়োজন করে দিল্লি পুলিশ ও এনএসজি।

'শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি' এবং 'প্রতারণার রাজত্ব' নিয়ে তোপ তথাগতর

কলকাতা, ৪ মে ঃ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে হাইকোর্টের রায় নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা চলছে। এই দুর্নীতি নিয়ে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শনিবার একটি এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু লিখেছেন, শিক্ষক নিযোগের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি এখন কলকাতা হাইকোর্ট পার হয়ে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেছে। সেখানে এসএসসি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কোণঠাসা অবস্থায় আছে। শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর রক্ষিতা থেকে শুরু করে গোটা শিক্ষা দপ্তরই জেলের ভাত খাচ্ছে। আর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, এসএসসি এখন ডিগবাজি খাচ্ছে।ছোটবেলায় পড়া নীহার গুপ্তের গোয়েন্দা কিরীটি রায় প্রায়ই বলত, crime does not pay, অপরাধ করে শেষপর্যন্ত কোন লাভ হয় না। এই সত্যটা বুঝতে মমতা ও তাঁর সরকারের এখনও বাকি আছে।অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু লিখেছেন, পুরো রাজত্ব চলছে প্রতারণা ও দোষারোপের উপর। নন্দীগ্রামে ভোটের আগে মাননীয়া এক রহস্যময় চোট খেয়ে হুইলচেয়ারে ঘুরলেন। তাও হেরে গেলেন। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত পছন্দ হচ্ছে না - ওরা তো হাইকোর্ট কিনে নিয়েছে ! তারপর সন্দেশখালি ঢাকবার জন্য রাজ্যপালকে ফাঁসাবার এই চক্রান্ত ! আমাদের কপাল!

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫ মে মার্ট ঃশনিবার, ২২ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২ বৈশাখঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২২ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৩০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করার জন্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। **বৃষভ রাশিঃ**অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক পরিচালনা এবং সঞ্চয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন এবং সেগুলি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। শুভদিন **মিথুন রাশিঃ**জটিল পরিস্থিতিতে ঘাব।যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন- এতে আপনার মন ভালো থাকবে।। **কর্কট রাশিঃ**সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। **সিংহ রাশিঃ**আপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। **কন্যারাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে **তুলারাশিঃ**আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। বিদেশ যাত্রাশুভ **ধনু রাশিঃ** আপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। সংসারে শান্তি হবে **মকর রাশিঃ**সন্তান হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। ব্যয় করতে হবে। শুভ রং লাল **মীন রাশিঃ**আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি

বালির নিশ্চিন্দায় তৃণমূলের সভার পরই ছড়াল উত্তেজনা

সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে হামলা ও দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, বালি, ৫ মেঃ বালির নিশ্চিন্দায় তৃণমূলের সভার পরই ছড়াল উত্তেজনা। জনৈক সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে ঢুকে হামলা ও দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনার নিন্দা করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের প্রার্থী তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু ব্যক্তি আক্রমণ করেন যার প্রতিবাদ জানান এলাকার মানুষ। এরপরই হামলা ও দোকান ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ প্রশাসন এই নিয়ে ব্যবস্থা না নিলে আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। এদিকে, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যায় নিশ্চিন্দা এলাকায় দুর্গাপুর অভয়নগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের উল্টোদিকে জনসভা ছিল তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে। অভিযোগ, জনসভায় বক্তব্য রাখার সময়ই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে সেখানে সিপিএম প্রার্থী জিতবে বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। অভিযোগ, কল্যাণবাবু সভা শেষ করে ফিরে যাবার পর কিছু দুষ্কৃতী কৌশিক দত্তের বাড়িতে হামলার চেষ্টা করে। দুষ্কৃতীরা ওই পরিবারের বাড়ি লাগোয়া টিনের ছাউনির নিচে কৌশিকবাবুদের একটি অস্থায়ী দোকানেও ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। যদিও হামলার ঘটনাটি পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনার কথা অস্বীকার করেন পঞ্চায়েত প্রধানও। বরং তাঁর পাল্টা দাবি মদ্যপ অবস্থায় কৌশিক অশ্লীল ভাষায় যেভাবে তৃণমূলকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করেছেন তাতে আরও বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তাঁরা ছিলেন বলেই তেমন কিছু ঘটেনি। এদিকে, গোলমালের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। শেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, সকাল পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি। এদিকে, শুক্রবার রাতের ঘটনার পর শনিবার দুপুরে দুর্গাপুর অভয়নগর নিশ্চিন্দা সমবায় পল্লীতে আক্রান্তের বাড়িতে আসেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা ৩ বারের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় এক সিপিএম সমর্থক কৌশিক দত্তের বাড়িতে হামলা হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মাকেও মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে যখন কৌশিক দত্তকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে মেডিকেল করার সময় অনেক আঘাত রিপোর্টে দেখানো হয়নি। থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ঘটনাটি ঘটে। ওনার অপরাধ উনি শুধু বলেছেন দীপ্সিতা জিতবে। এই ব্যাপারে থানা এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে জানাব। পরিবারটি দিন আনে দিন খায়। ওদের একটি চায়ের দোকান ছিল। সেই দোকানটি ভেঙে দিয়েছে। এমনকি সেই দোকানের টাকা সমেত ক্যাশ বাক্স নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। সেই ক্ষতি যাতে পূরণ হয় সেই ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি ওনার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হবে।অন্যদিকে, শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীও এদিন আক্রান্তের বাড়িতে যান। বিজেপি প্রার্থী কবীরশঙ্কর বসু বলেন, শুক্রবার রাতে সিপিএম সমর্থকের উপর হামলার ঘটনা খুবই লজ্জাজনক। উনি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতেই তাঁর উপর হামলা করা হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ওই সিপিএম সমর্থকের স্ত্রী ও তাঁর মা আক্রান্ত হন।

এই ঘটনা নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে কথা বলব। পুলিশ যাতে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় তার অনুরোধ জানাব। এর পাশাপাশি আক্রান্ত কৌশিক দত্ত যদি কোনওরকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে চান তাহলে সমস্ত রকমভাবেই সাহায্য করব। অন্যদিকে, আক্রান্ত কৌশিক দত্ত জানান, এই ঘটনার পর আর কেউ তাঁকে হুমকি দেয়নি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঈপ্সিতা ধর ছাড়াও এসেছিলেন বিজেপি প্রার্থী কবীরশঙ্কর বসু। তাঁরা সকলেই পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় কুলতলির রাইহান

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৪ মেঃ মাধ্যমিকে দক্ষিন ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৬ জন ছাত্র প্রথম দশে জায়গা করে নেয়। আর শুক্রবার রাজ্যের মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষা ফলাফলে রাজ্যের মধ্যে ২য় স্থানে জায়গা করে নিলো সুন্দরবনের কুলতলির রাইহান পিয়াদা। খুশির হাওয়া কুলতলিতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলতলি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা কুন্দখালি গোদাবর অঞ্চলের অম্বিকা নগরের রাইহান পিয়াদা এবছর মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। আর এই খবর প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তাকে কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর থেকে তাকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হলো। রাইহানকে নিজে হাতে বিডিও অফিসে সম্মানিত করেন কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য, কুলতলি ব্লক মাইনরিটি দপ্তরের আধিকারিক মইদুল ইসলাম লস্কর,কুলতলির প্রত্যন্ত এলাকা অম্বিকা নগরের রাইহান পিয়াদা রাজ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় খুশির হাওয়া কুলতলি সহ সমগ্র সুন্দরবনে।

রাইহান পিয়াদার পিতার নাম মুফতি নুর হোসেন পিয়াদা, মাতা রেহানা পিয়াদা। তিন সন্তানের জেষ্ঠ সন্তান রাইহান। বাবা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের খেড়িয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক।তিনি রাইহানকে হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকের বিকি হাকোলা অঙ্কুর কেজি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করেন।

সেখানে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত তাঁর পড়াশোনা হয় তাঁর। পরে হাওড়া জেলার জয়নগর পল্লীশ্রী বিদ্যানিকেতন থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা। নবম ও দশম শ্রেণীতে তার পড়াশোনা চলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের খেড়িয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায়।আর এবছরে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে সে। আর রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নেয় সে। তার প্রাপ্ত নাম্বার ৮৪৩ প্রথম পত্র বাংলায় ৮৭ দ্বিতীয় পত্র ইংরেজি ৮১ অঙ্কে ৯৭ ভৌতবিজ্ঞানে পঞ্চাশ এর মধ্যে ৪৮, জীবনবিজ্ঞানে ৫০এর মধ্যে ৫০, ইতিহাসে ৯৮ ভূগোলে ৫০ এ ৪৬ আরবীতে ৯৩ তাপসীরে ৯৯ হাদিসে ৯৬ আর ফেকায় ৫০এর মধ্যে ৪৮ নং পায় সে। তাঁর এই সাফল্যর মূল কারিগর গৃহ শিক্ষক আলোম মন্ডল ও বাসুদেব সরদারের নৈপূণ্য শিক্ষা দানে। আগামীদিনে বাবার মতো শিক্ষক হতে চায় রাইহান। আর তাঁর জন্যে উচ্চ শিক্ষায় মনোযোগ দিতে চায়।

তাঁর এই ফলাফলে খুশি তাঁর বাবা,মা, শিক্ষক সহ সমগ্র কুলতলির মানুষ। তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্য এর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল ও।

বিদ্যুতের কোনওরূপ মাশুল বৃদ্ধি হয় নি, দাবি বিদ্যুৎকর্তার

কলকাতা, ৪ মেঃ নির্বাচন চলাকালীন বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির অভিযোগে সরব হয়েছেন নেটনাগরিকরা। শনিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লুবিএসইডিসিএল)-এর তরফে এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হল, এই রটনা অসত্য। ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর ডাইরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন পার্থ প্রতিম মুখার্জী জানান, "গ্রাহকদের অবগতির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়কার বিদ্যুতের মাশুল প্রতিনিয়ত নির্ধারন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন। মাননীয় কমিশন গত ৬-৩-২০২৪ তারিখে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য ডব্লুবিএসডিসিএল-এর মাসুলহার মঞ্জুর করেছেন। এই আদেশনামা অনুযায়ী বিগত বছরের সাপেক্ষে বিদ্যুতের কোনওরূপ মাশুল বৃদ্ধি হয় নি।

ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত বিষয়ে ইদানীং কিছু গণমাধ্যমে কোনো কোনো মহল থেকে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং অসত্য। এই ধরনের অপপ্রচারে কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান না করার জন্য সকল গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে কোনও প্রয়োজনে নিকটবর্তী কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। গ্রাহকদের আবারও জানানো হচ্ছে কোনও রকম অসত্য প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, বিদ্যুতের মাশুল একই আছে।

চতুর্থ দফা থেকেই বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা

কলকাতা, ৪ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের জন্য কাশ্মীরের থেকে বেশি বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে বরাদ্দ করতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। প্রথম দুই দফায় উত্তরবঙ্গের ৬টি আসনে প্রায় নির্বিঘ্নেই ভোট হয়েছে। এ বার নির্বাচন কমিশনের নজরে দক্ষিণবঙ্গ। চতুর্থ দফা থেকেই বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক আসনে অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়ানোর উপর নজর দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, চতুর্থ দফা থেকেই বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। ১৩ মে চতুর্থ দফায় নির্বাচন হবে রাজ্যের ৮টি আসনে। চতুর্থ দফায় রাজ্যে মোতায়েন করা হবে ৫৯৬ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরের দফাগুলিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। পঞ্চম দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে হবে ৭৬২ কোম্পানি, ঘটনাচক্রে পঞ্চম দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৭টি আসনে। ষষ্ট দফাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে হবে প্রায় সাড়ে ন'শো। উল্লেখ্য ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রস্তাব ছিল পশ্চিমবঙ্গে ৯২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে রাজ্যে। ষষ্ঠ দফায় ভোট হবে দক্ষিণবঙ্গের মোট ৮টি আসনে। প্রথম দু'দফায় নির্বাচন নিয়ে প্রায় খুশি সব দলই, মঙ্গলবার ৭ মে তৃতীয় দফায় রাজ্যের মোট চারটি আসনে ভোট রয়েছে।

কী হয়, দেখতে থাকুন, বৈঠকশেষে মন্তব্য কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৪ মেঃ কিছু আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে কী হয়েছে তা মিডিয়ার সামনে বলব না। তবে বাকিটা কী হয়, দেখতে থাকুন। শনিবার দুপুরে ডেরেক ও ব্রায়েনের বেকবাগানের বাড়িতে আধঘণ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের এই জবাব দিলেন কুণাল ঘোষ। ব্রাত্য বসুর মধ্যস্থতায় কিছুক্ষণের বৈঠক! ছিলেন অভিমানী কুণাল ঘোষ। তাতে কি বরফ গলল? দুঃখ মিটল? তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সেরে বেরিয়ে অভিমানী কুণাল ঘোষের গলায় আবার গানের সুর। শোনালেন, আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে। সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তৃণমূলে ছিলাম, আছি, থাকব।

যদিও মধ্যস্থতার কথা মানতে রাজি হননি রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মুখপাত্র ব্রাত্য বসু। কুণাল বলেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল, আলোচনায় কি তাঁর অভিমান মিটেছে? কুণালের ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তর, এভাবে হ্যাঁ বা না-তে কিছু বলা যায় না। ক্ষতস্থানের চিকিৎসা শুরু হলেই বোঝা যায় না আঘাত সেরেছে কিনা। দলে হারানো পদ ফিরে পাবেন? পদ গৌণ, ভালবাসাটাই মূল, দাবি তাঁর।

যদিও ব্রাত্য বসুর মধ্যস্থতায় কুণালকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে, তা মানতে নারাজ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। বরং তাঁর দাবি, আমি একজন তৃণমূলের লোক, আর একজন তৃণমূলের লোককে নিয়ে আর একজন তৃণমূলের লোকের বাড়িতে এসেছিলাম।

এটা নিয়ে এতো হইহইয়ের কী আছে? ভোটের রণনীতি নিয়ে কথা হয়েছে। সব তো প্রকাশ্যে বলা যায় না।

বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাত, আহত বিজেপির বুথ সভাপতি, গ্রেফতার হামলাকারী

বক্সনগর (ত্রিপুরা), ৪ এপ্রিল ঃ বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ছুরির আঘাতে আহত বিজেপির বুথ সভাপতি খোরশেদ আলম। গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রহিমপুর বাজারে। জানা গিয়েছে, সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রহিমপুর বাজারে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়।

এই মেলার দোকানের ভিটি নিয়ে বুথ সভাপতি খোরশেদ আলম এবং চা দোকানের মালিক শাহজানের মধ্যে বাক বিতন্ডা হয় শনিবার সকালে। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও রহিমপুর বাজারে শনিবার বৈশাখী মেলা শুরু হয়। এই মেলায় ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা দোকান দিতে আসেন।

এই মেলাকে কেন্দ্র করে একটি মেলা কমিটি গঠিত হয়।মেলার সমস্ত কিছু পরিচালনা করেন মেলা কমিটি। রহিমপুরের শাহজান মিয়া (ধনা) চা দোকানের একটি দরজার সামনে একটি বহিরাগত দোকানিকে দোকান দেওয়ার জন্য মেলা কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তক্রমে বহিরাগত দোকানদার শাহজান মিয়ার দোকানের সামনে দোকান দিতে আসলে শাহজাহান মিয়া বাধা দেন। এতে মেলা কমিটির সম্পাদক তথা বিজেপির বুথ সভাপতি খোরশেদ আলমের চা বিক্রেতা শাহাজান মিয়ার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একটা সময় দোকানের মালিক শাহজাহানের উপর হামলা চালায় বিজেপির বুথ সভাপতি খোরশেদ আলমসহ তার সঙ্গীরা। তখন শাহজাহান আত্মরক্ষার্থে কোন কিছু উপায় না পেয়ে তার দোকানের তরমুজ কাটার ধারালো ছুরি দিয়ে বুথ সভাপতি খোরশেদ আলমের বুকে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে খোরশেদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সারা দেহে রক্তে ভেসে যায়।

ঘটনাটি চাউর হতে খোরশেদের ভাই সোহেল ঘটনাস্থলে আসলে তাদের মধ্যেও হাতাহাতি হয়। ঘটনাস্থল খোরশেদের ঘনিষ্ঠরা আসতে শুরু করলে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত শাহজাহান মিয়া পালিয়ে যায়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কলমচৌড়া থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার বাড়ি সহ এলাকা তল্লাশি চালায়।

ঘটনায় আহত খোরশেদ আলমকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্তব্যরত চিকিৎসক স্নিগ্ধা দাস তার প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রোগীর আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি দেখে আগরতলা একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করে দেন। জানা যায় খোরশেদ আলম ১০৩২৩ এর একজন শিক্ষক ছিলেন।

এমনকি সিপিএমের যুবনেতা হিসেবে এলাকায় বেশ পরিচিতি ছিলেন। বেশ কিছুদিন আগে সিপিআইএম দল ত্যাগ করে বিজেপিতে শামিল হন তিনি। অভিযুক্ত শাহজাহান এলাকা থেকে গা ঢাকা দিতে চাইলেও পুলিশ তাকে আটক করে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহিমপুর এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে পুলিশ পর্যাপ্ত পরিমাণে মোতায়েন করা হয়েছে বলে খবর।

তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই, বক্সনগর-সোনামুড়া সড়ক অবরোধ করল জনতা

বক্সনগর (ত্রিপুরা), ৪ মে ঃ তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ না পেয়ে আবারও রাস্তা অবরোধ করেন সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কুলুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিরটিলা এলাকায়। দিনের পর দিন যেভাবে গরম পড়ছে তাতে জলের স্তর নামতে শুরু করেছে। ফলে চারিদিকে পানীয় জলের আকাল পড়েছে। এমত অবস্থায় কারেন্ট না থাকলে অস্বস্তিতেতে পড়বে জনতা। জানা গিয়েছে, তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় জলের সমস্যায় ভুগছেন কাজিরটিলা এলাকার মানুষ। পঞ্চায়েত প্রধান সহ দপ্তরের আধিকারিকদের জানিও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে শনিবার সকালেই এলাকার মহিলারা কলসি এবং বিভিন্ন হাড়ি পাতিল নিয়ে বক্সনগর - সোনামুড়া সড়ক অবরোধে বসেন। চলে দফায় দফায় বিক্ষোভ। কয়েক ঘণ্টা রাস্তা অবরোধের ফলে দুদিকের যান চলাচল একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আটকে পড়ে স্কুলের গাড়ি।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সিপিআইএমের যুবনেতা মিজান হোসেন। তিনি এলাকাবাসীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এলাকাবাসী সাফ জানিয়ে দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ না আসবে, ততক্ষণ তাঁরা রাস্তা অবরোধে বসে থাকবেন। এ নিয়ে গোটা কাজিরটিলা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এরপরে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ভোট শান্তিপূর্ণ রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ নির্বাচন কমিশন আগামী ১৩ ই মে চতুর্থ দফার নির্বাচনে বোলপুরের বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের নির্বাচন নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এই দফার ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে নির্বাচন কমিশন আজ জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তরের অধিকর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করে। সেখানে এই দুটি কেন্দ্র খুব স্পর্শকাতর বলে উল্লেখ করে সেখানে ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকে দপ্তর সূত্র জানা গিয়েছে। নির্বাচনের দিন এই দুই কেন্দ্রে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

চাকরি বাতিল হওয়ার পর ভর্তি বন্ধ স্কুলে

রামপুরহাট, ৪ মে ঃ হাইকোর্টের ধাক্কায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল। এই পরিস্থিতিতে ক্লাস একাদশ শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকের জাজিগ্রাম সর্বদয় আশ্রম হাইস্কুলে। ওই স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১০ জন। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। ২০১৬ সালে ৩ জন শিক্ষক যোগদান করেন। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে তিনজনের চাকরি চলে যায়। ফলে একাদশ শ্রেণীতে বর্তমানে কোন শিক্ষক নেই।

এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় পরিচালন সমিতি। তাদের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে পরিচালন সমিতি। প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু রেজা বলেন, এমনিতেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর থেকে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কম। ফলে নতুন করে চাপ বাড়লে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে। সেই কারণেই ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভাপতি মেহেন্দু শেখর দাস বলেন, এলাকার মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। ভর্তি বন্ধ হওয়ায় কিছুটা সমস্যা হবে ঠিকই। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। অভিভাবক সমীর লাহা বলেন, কাছাকাছি স্কুল বলতে মিত্রপুর, পাইকর কিংবা নন্দীগ্রাম। ওই সমস্ত স্কুলের দূরত্ব ৫-৭ ঘণ্টা। গ্রামের ছেলেমেয়েদের ওই সব স্কুলে যেতে সময় যেমন লাগবে তেমনি অর্থ ব্যয় হবে। সেই অর্থ ব্যয় করার মতো সামর্থ্য অনেকের নেই। ফলে ছেলেমেয়েদের মাঝ পথে পড়াশোনায় ইতি টানতে হবে। আমরা চাই সরকার এর বিহিত করুক।

সুন্দরবনে ২৪ রকমের মুগ ও ১০ রকমের নটের বীজের ওপর হাতে কলমে কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির হল কুলতলিতে

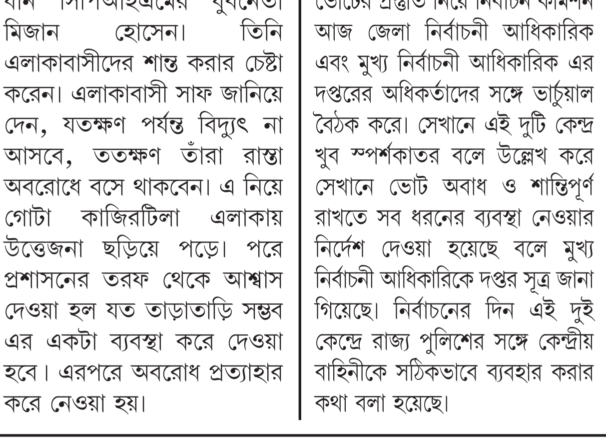

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৪ মেঃ সুন্দরবনে ধানের পাশাপাশি লবন সহনশীল বিকল্প চাষে কৃষকদের পাশে এগিয়ে এলো কয়েকটি সংস্থা।হারিয়ে যাওয়া নটে শাকের বীজের ১০ রকম প্রজাতি ও মুগের বীজের ২৪ রকমের প্রজাতির বীজ নিয়ে পরীক্ষা মূলক চাষের কাজ চলছে সুন্দরবনের কুলতলি ও বাসন্তী ব্লকে। আর মুগের এই ২৪ রকম প্রজাতির মধ্যে কোন কোন প্রজাতির চাষ সুন্দরবনে ভালো হতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষা মূলক কাজ ও শুরু করেছে নিমপীঠ লোকমাতা রাণী রাসমণি মিশন।তাঁরা হায়দ্রাবাদের ওয়াসান নামে একটি সংস্থা ও বাসন্তীর চম্পা মহিলা সোসাইটির সহায়তায় এই কাজ শুরু করেছে সুন্দরবনের দুটি ব্লকে ।আর শনিবার এই সংস্থাগুলির উদ্যোগে সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মধ্য গুড়গুড়িয়ার বহমুখী ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে বহু কৃষকদের নিয়ে মুগ চাষ ও নটে শাকের ভ্যারাইটি বীজের ওপর একটি প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল। যাতে সুন্দরবনের বাসন্তী ও কুলতলি ব্লক থেকে বহু পুরুষ ও মহিলা কৃষক অংশ নেন।এদিন এই শিবিরে মুগ চাষ ও নটে শাকের বিষয়ে কৃষকদের কাছে বিস্তারিত আলোকপাত করেন নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্যামসুন্দর লক্ষ্মণ, হায়দ্রাবাদের ওয়াসন সংস্থার সদস্য শুভদীপ মন্ডল, নিমপীঠ লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের সদস্য দেবীপ্রসাদ রায়, মৃণাল সামন্ত, অশোক হালদার সহ আরো অনেকে।এদিন এই চাষ কিভাবে করতে হবে, কিভাবে মাটির যত্ন নিতে হবে,কতটা পরিমাণ জৈব সার দিতে হবে, রোগ পোকা হাত থেকে কিভাবে ফসলকে রক্ষা করতে হবে তাঁর ওপর বিশদে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া এদিন এই এলাকায় মুগচাষের জমিতে গিয়ে কৃষকরা কোন বীজের মুগচাষে গ্রোথ এসেছে অর্থাৎ কোন প্রজাতির মুগ চাষ এই এলাকায় করা উচিত তাঁর ওপর তাদের অভিমত প্রকাশ করেন। চিহ্নিত করেন সেই সব গাছ কে।এব্যাপারে এদিন কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্যামসুন্দর লক্ষ্মণ বলেন,গুরুত্ব হীন হয়ে যাওয়া এই ধরনের চাষের প্রতি চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে এবং গ্রীষ্ম কালীন মুগচাষের প্রতি কৃষকদের আরো বেশি করে সচেতন করতে হাতে কলমে একটি প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল।সম্পূর্ণ জৈব উপায়ে এই চাষ করা হচ্ছে বলে এদিন জানালেন লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের সদস্য দেবী প্রসাদ রায়। তিনি বলেন, হারিয়ে যাওয়া এই ধরনের চাষকে ব্যবসায়িক ভাবে চাষ করে কত বেশি মুনাফা আসতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। লবণ সহন শীল সুন্দরবনে বিকল্প এই চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান আরও মজবুত হতে পারে।

২০০ বছরের প্রাচীন মা শীতলার পুজোয় ভক্তদের ঢল উপস্থিত কাউন্সিলর ভক্তরা দন্ডী কাটলেন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ৪ মেঃ এই প্রখর দাবদাহে ভক্তরা মা শীতলা পুজো ও শনিবার রাতে মা কালীর পুজো করলেন এই মা শীতলার পুজো প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বৈশাখ মাসে হুগলির উত্তরপাড়ার শিবনারায়ণ রোডে মা শীতলা মন্দিরে শীতলা মায়ের পূজো হয়।

ভক্তরা সকাল থেকে স্নান করে দন্ডী কেটে মায়ের মন্দিরে যান প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। জানা গেল ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার পরে ভক্তরা দন্ডি কেটে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন প্রায় ৫০ ৬০ জন ভক্ত দণ্ডী কাটেন। মন্দিরের পুরোহিত জানালেন এই মা শীতলার পূজো প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন সেই সময় তার ঠাকুরদা স্বপ্নাদেশে এই পুজো করেন তারপর থেকে তাদের বংশ পরম্পরায় মা শীতলার পূজা চলে আসছে ভক্তদের বিশ্বাস মা এখানে খুব জাগ্রত। এবং তীব্র দাবদাহের হাত থেকে মা আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন জানালেন কিছু ভক্ত। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার কাউন্সিলর তাপস মুখার্জী তিনি জানালেন বৈশাখ মাসের এই সময় মা শীতলার পূজো হয় মা খুব জাগ্রত এখানে ভক্তরা দন্ডি কেটে মায়ের পুজো দেন প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন এই পূজা এখানে প্রচুর ভক্তের সমাগম রাতে কালী পুজো হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫৫ সংখ্যা, রবিবার, ২২ বৈশাখ, ১৪৩১

সঙ্কটে গোটা পরিস্থিতি

লোকসভার নির্বাচনের মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে যৌন হেনস্থার অভিযোগ। তা নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে রাজ্যপালকে এতদিন ধরে সমর্থন করে আসছিল শাসক দলের নেতারা সেই রাজ্যপাল হঠাৎ কী করে শাসক দলের বিরোধী হয়ে উঠলেন সত্যিকারের বিস্ময়। রাজ্যপাল একজন মহিলাকে যৌন হেনস্থা করেছেন বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তা নিয়ে রাজ্য পুলিশ সক্রিয়। এদিকে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিলাদের নিয়ে গড়া আট জনের একটি তদন্তকারী দল রাজভবনে গিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন নানা জনের সঙ্গে। তাহলে বিষয়টা কোন দিকে গড়াতে থাকলো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা। হঠাৎ কেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল এতদিন বাদে তা বোঝার চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে সন্দেশখালির ঘটনাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য রাজ্যপালের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাজ্যপাল বলেছেন তিনি লড়বেন। তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রপতি দৌপদ্রী মুর্মু কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটা দেখার খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যে আসেন রাজ্যপাল। তিনি রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার রিপোর্ট দিয়ে থাকেন। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন তা ভাববার বিষয়। প্রধানমন্ত্রী মোদির গোচরে রয়েছে পুরো ঘটনাটি। তিনিও ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি বটে। তবে দিল্লিতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী কোনও চটজলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। খুব ধীরে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেটা পরিস্কার। রাজ্যপাল ইতিমধ্যে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে রাজভবনে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে বাংলায় একন দুটি প্রশাসন চলতে শুরু করে দিয়েছে। একটি হচ্ছে রাজ্যপালের প্রশাসন এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত। রাজ্য সরকার যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তা রাজ্যপাল অতি সহজেই গ্রহণ করছেন না। আনন্দ বোসকে রাজ্যপাল বলে স্বীকার করে নিয়ে শাসক দল তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। তিনিও সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্দেশখালি ঘটনার পরই সব ব্যাপারটা বেশ খানিকটা ঘুরে গেল। সাজাহান ধরা পড়ল এবং সেখানকার মহিলারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলো। তার ফলে মহিলারা আর শাসক দলের পক্ষে থাকতে রাজি হল না। মহিলারা ক্রমশ শাসক দলের পক্ষ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই রাজ্যপালের ওপরে গিয়ে আক্রোশ জমা পড়তে থাকে। রাজ্যপাল সন্দেশখালি গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার মহিলাদের আশ্বাস দিয়েছেন ন্যায় বিচার দেওয়ার। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে সন্ত্রাসকামী লোকেরা। তারা যে রাজ্যে বসেই সন্ত্রাস সৃষ্টি করার মতো পরিবেশ গড়ে তুলেছিল সেই খবরটা নিশ্চয় প্রশাসনের কাছে ছিল। তবুও কেন প্রশাসন চুপ করে ছিল তার উত্তর পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তা গোটা ভারতকে চমকে দিতে শুরু করে দিয়েছে। এর আগে রাজ্যপালকে নিয়ে এত বড় ধরনের কেলেঙ্কারীর অভিযোগ তুলতে দেখা যায়নি। [illegible] বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ খাঁড়া করে দিলেই হলো। আর কোনও কিছুরই [illegible]

অরুণাচল-ভারতের দাবি

[illegible]

যদি চিনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ না করা যায় তাহলে ভারতের পক্ষে বিপদ রয়েছে। ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলো ধীরে ধীরে চিন দখল করে নেওয়ার সামরিক পরিকল্পনা করেছে এবং তাকে মদত দিচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তান যতদিন মানচিত্রে থাকবে ততদিন ভারতের কোনও রকম সীমান্ত সীমাংসা হবে না। কাশ্মীরকে হঠাৎ করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে পাকিস্তানের বিরাগ ভাজন হয়েছে মোদি সরকার। এমনকী কাশ্মীরের ফারুখ আব্দুল্লাও পর্যন্ত এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। তিনি চিনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। চিন সরকার কাশ্মীরের রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে উস্কে দেওয়ার পিছনে কাজ করছে কিনা সেই খবর ভারতের সামরিক বাহিনীর থাকার দরকার রয়েছে। পাকিস্তান চায় চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে এগিয়ে দিতে। তার জন্যই পাকিস্তান চিনকে তাদের বন্দরগুলো ব্যবহার করতে দিয়েছে যাতে করে অতি সহজেই প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের ওপরে চিন খবরদারি করতে পারে। পাকিস্তান বুঝতে পেরে গিয়েছে চিন ছাড়া তাদের বাঁচার আর কোনও উপায় নেই। আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলো পাকিস্তানের বিশ্বাস করে না। তারা পাকিস্তানকে এখন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণাকে ভেটো দিয়ে আটকে দিয়েছিল চিন। ফলে চিনই হচ্ছে পাকিস্তানের বড় বন্ধু। জাপান, অস্ট্রেলিয়া চিন বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি নয়। যদি জাপান চিনের আগ্রাসী নীতির তীব্র নিন্দা করতো। কিন্তু চিন এই সব বিশেষ পাত্তা দেয় না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। চিন কারোর ভূখণ্ড দখল করে নেই। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও চিনের নাম করে কোনও প্রতিবাদ করেননি। চিনের নাম না করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আগ্রাসী নীতির সিদ্ধান্ত এর কথা বলেছেন মাত্র।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

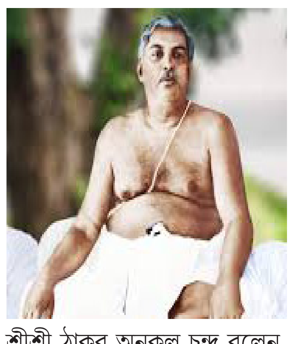

করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেতু অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃ শক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের আর্শীবাদ লাভ করতে হবে। যিনি মায়ের আর্শীবাদ লাভ করেন তিনি জগতের মাঝে কাউকে ভয় পান না। তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। মা আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর

আলিপুর বোমা মামলায় অলিখিত অভিযুক্ত বউবাজারের গুলেদানন্দবাবাজি'র ইচ্ছা 'কারা জীবন কাহিনী' লেখার

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দ খুবই সাধারণ লোক নন। তিনি যে অসাধারণ চ্যাম্পিয়ন সেটা সবাইকে মানতে হবেই। সেই কারণে আমরা তাঁকে আমাদের গুরুদেব বলে তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছি। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গায়ের ঘাম জামাকে একেবারে জলজল করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে সদ্য পুকুর থেকে ডুব দিয়ে পাড়ে এসে উঠলাম। এই রকম অবস্থায় সবাই যখন হাসফাস করছে তখনই গুলেদানন্দ গুগলি ছাড়তে শুরু করলেন। মনের টানে একটি সিগারটে ফুঁ দিয়েই বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, জানিস কি তোরা আমার আন্দামান সেলুলার জেলে কারা জীবনের কাহিনী। কারা জীবন নিয়ে আত্মকথা লিখে গিয়েছেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অরবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। যদিও অরবিন্দ আন্দামনে জেল খাটতে যাননি। তিনি আলিপুর বোমা মামলা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তবে তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান। পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছিলেন অরবন্দি গা ঢাকা দিতে। তিনি আলিপুর বোমা মামলা থেকে ছাড়া পেলেও পুলিশ তাঁর পিছু ছাড়েনি। পিছু পিছু ধাওয়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেটা বুঝতে পেরে তিনি আর কলকাতায় থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এদিকে ব্রিটিশ সরকার অরবিন্দকে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্তি করেও প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। যদিও সেই আইনী লড়াই করেছিলেন দক্ষ ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তররঞ্জন দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যেভাবে অরবিন্দের হয়ে সাওয়াল করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে অরবিন্দের বন্ধু বিচারপতি ব্রিচকফট পরাস্ত হন। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং বিচারপতি ব্রিচকফট দুইজনই কেম্ব্রিজের আইসিএস-এ ক্লাসের বন্ধু ছিলেন। কলকাতায় আলিপুর বোমা মামলা শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে মে মাসে। আর সেই মামলা সমাপ্ত হয়েছিল ১৯০৯ সালে মে মাসে। এক বছর ধরে মামলা চলেছিল। এই মামলার সঙ্গে বউবাজারের গুলেদানন্দের যোগ কীভাবে হলো তা বোঝা গেল না। একেবারে অবুঝের মতো হাঁ করে থাকতে হল। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনও গতি নেই। গুলেদানন্দ বলেই চলেছেন, 'অবরিন্দ বউবাজারের কাছে এসে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন কলকাতায় আসার পর। তিনি রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। তখন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল বিপ্লবী যুগান্তর দলের গুপ্ত সমিতি সদর দফতর। আর ব্রাঞ্চ অফিস ছিল মানিকতলার মুরারিপুকুর। সেখানে থাকতেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্ত। মানিকতলায় শহিদ ক্ষুদিরামের সঙ্গী প্রফুল্ল চাকির আসা যাওয়া আগে থেকেই ছিল সেই খবর আমরা ক'জনই রাখি বল। আসলে আমার কথা তোদের কানে ঢোকে না। তারকের চায়ের দোকানে এসে চা খেলি, আমার গল্প শুনলি। তারপরে সব ভুলে গেলি। আমার মতো বিপ্লবী সেই সময়ে ছিল বলেই অরবিন্দ কলকাতায় গুপ্ত সমিতি করতে পেরেছিলেন এটা তোদের জানার খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই সব বিপ্লবী সংগ্রামের দিনগুলো আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে। এসব তোরা বুঝবি না। পাঠ্য পুস্তকে ইতিহাসের পাতায় আলিপুর বোমা মামলা নিয়ে কোনও কিছুরই উল্লেখ নেই। সেই কারণে সবাই এই সব কিছুই জানে না। শহিদ ক্ষুদিরাম যখন ধরা পড়লেন মুজফফরপুরে তখন প্রফুল্ল চাকির পিছন ধাওয়া করেছিলেন পুলিশ গোয়েন্দা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রফুল্ল চাকি নিজের রিভালবার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আর ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেলেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়তেই সব খবর ফাঁস হয়ে গেল। গুপ্ত সমিতির সবাইকে পুলিশ গ্রেফতার করলো। তার মধ্যে আমিও ধরা পড়ে গেলাম। কী করে, তুমি কি গুপ্তসমিতির সদস্য ছিলে? 'আরে সদস্য না হলে কি গ্রেফতার হওয়া যায়। ব্রিটিশ পুলিশ কি আমাকে জামাই আদর করার জন্য গ্রেফতার করেছিল বলে তোরা ভাবিস নাকি? তোদের এসব বোঝা কম্ম নয় বুঝলি। তোরা তো কেবল তারকের চায়ের দোকানেই গুলেদানন্দজিকে দেখেছিস। কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একেবারে তোরা ওয়াকিবহাল নয় এটা বুঝতে পারা গেল? যা বেশি কথা না বলে মন দিয়ে শোন। আবার গুলেদানন্দ বলতে শুরু করলেন, 'বাংলায় গুপ্ত সমিতি তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

তিনিই তো বরোদা থেকে অরবিন্দকে নিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসেন। বরোদায় তখন অরবিন্দ গাইকোয়াডে একটি কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করছিলেন এবং পাশাপাশি রাজ সম্পত্তির দেখভাল করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রচুর ক্ষমতা তখন তাঁর। কলকাতা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গাইকোয়াডে গিয়ে উপস্থিত হন সেখানকার সেনা বিভাগে ভর্তি হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে। তখনও ব্রিটিশ সরকার বাঙালিদের সেনা বিভাগে নিতে দ্বিধাবোধ করতো। তার ফলে অতি সহজেই কোনও বাঙালি ব্রিটিশ সেনা বিভাগে প্রবেশ করতে পারতো না। পরে দেখা গেল অরবিন্দ যখন বাংলায় বিপ্লবী দল গঠন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর সদস্যদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। তিনি তরুণ বিপ্লবী সদস্যদের অস্ত্র বিদ্যা থেকে শুরু করে লাঠি ছুরি খেলা শেখাতেন। আধা সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেন। পরে তিনি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। নাম হল নীলাম্বর স্বামী। ভগিনী নিবেদিতা গুপ্ত সমিতির ক্লাস নিতেন। তিনি ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তরুণ বিপ্লবীদের সমানে ব্যাখ্যা করতেন। সেই সময়ে গুলেদানন্দজি মহারাজ ভর্তি হয়েছিলেন গুপ্তসমিতিতে বলে জানতে পারা গেল। তখন বউবাজারের পাশেই ছিল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার অফিস। সেই বিপ্লবী পত্রিকার অফিস তৈরি করতে সহযোগিতা করেন রাজা সুবোধ মল্লিক। তিনি ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দের ডান হাত। গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করতে যা অর্থ ব্যয় হতো তার অধিকাংশটাই দিতেন রাজা সুবোধ মল্লিক। বউবাজারের গুলেদানন্দের কাছে এই সব সংবাদ পাওয়া গেল। তিনি তখন 'বন্দেমাতরম' (১৯০৫) পত্রিকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতেন। স্বদেশের স্বাধীনতার যে খুবই প্রয়োজন জনগণকে সেই সম্পর্কে সচেতন করতেন তিনি অতি গোপনে প্রচারকার্য চালাতেন। বিপ্লবীদের আর একটি 'যুগান্তর' (১৯০৬) পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তবে এই পত্রিকা প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তিনিই এই পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য সবার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন। চন্দননগরের বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যরাও বিপ্লবীদের পত্রিকা প্রকাশের জন্য গোপনে অর্থ দান করতো। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস একেবারে জলের মতো মুখস্ত বলে দিতে পারেন গুলেদানন্দজি। সই সব বিপ্লবী রোমাঞ্চ কথা শুনলেই গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠতে থাকে। বিপ্লবী অগ্নি যুগের কাহিনী বলতে শুরু করে দিয়েছেন গুলেদানন্দজি বাবা মহারাজ। তবে বিপ্লবী অরবিন্দ হওয়ার আগেই গুলেদানন্দজি মহারাজে পরিণত হয়েছিলেন কেন সেটাও ব্যক্ত করলেন। তিনি আগেই সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেছিলেন যাতে করে ব্রিটিশরা তাঁকে কোনও সন্দেহ না করতে পারে যে তিনি একজন বিপ্লবী। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ যুগে সন্ন্যসীদের ছাড় ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ সেই সময়ে ধর্মীয় সন্ন্যাসীদের ধরপাকড় করতো না। সেই কারণে আগেভাগেই গুলেদানন্দজি মহারাজ হয়ে বসেছিলেন। তিনি যে একজন বিপ্লবী ছিলেন তা প্রথম দিকে বুঝতে পারেনি ব্রিটিশ পুলিশ। অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র ধরা পড়তেই ফাঁস হলে গেল যে গলেদানন্দজি মহারাজ এই একই চক্রের সঙ্গী। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা চার্লস টেগার্ট তখন খুবই তৎপর। তিনি গুলেদানন্দজিবাবা মহারাজকে গ্রেফতার করেছিলেন রাজদ্রোহীর অভিযোগে। তার ফলে তাঁকেও প্রায় বারীন ঘোষের সঙ্গেই জেলে থাকতে হয়। উল্লাসকর দত্ত ভালো বোমা তৈরি করতে পারতেন। ক্ষুদিরাম যে বোমাটি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ছুড়ে ছিলেন সেই বোমাটি তৈরি করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত। আর বোমা তৈরি মশলা দিয়েছিল গোপনে চন্দননগর বিপ্লবী গোষ্ঠী। এমনকী পিস্তল দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছিল চন্দননগরের বিপ্লবী সংগঠনের নেতা চারু চন্দ্র রায়। রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলেন অভিযুক্ত গুলেদানন্দজি। জেলে বসেই হত্যার ছক কষা হয়েছিল। তিনি তখন আলিপুর কারাগারে বন্দি। আন্দামানে সেলুলার জেলে পাচার হয়ে যাননি। 'আচ্ছা গুলেদানন্দজি মহারাজ, আপনি কি হেঁটে হেঁটে আন্দামান গিয়েছিলেন? তোরা না সব কথায় একটা করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিস। আরে তোদের গুলেদানন্দজিকে এত ফেলনা ভাবিস কেন? আমার যে নিজস্ব একটি ওজন আছে সেটা পরখ করে দেখে নিলেই পারিস। আমি আন্দামান গিয়েছিলাম সেই বিখ্যাত জাহাজে চেপে। সেই জাহাজটির নাম হচ্ছে 'এসএস মহারাজ'। একটি মাত্র জাহাজ আন্দামান যায় তখনকার সময়ে। সেই জাহাজে করেই আন্দামানে উপস্থিত হলাম। সেলুলার জেল তখন দেখতে একেবারে কালো মিশমিশ করছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে গোটা জেলখানাটা যেন কাউকে গ্রাস করতে আসছে। গায়ের লোম ঘাঁড়া হয়ে যাবার জোগাড়। জামাকাপড় খুলে আমাদের নেটিং পরিয়ে দিল। আমার কয়েদি নম্বরও ছিল। সেটা অবশ্য এখন ভুলে গিয়েছি। আমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে এই সেলুলার জেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সেই সেলুলার জেলে থাকা নিয়ে ভবিষ্যতে একটি কারাকাহিনী লেখার খুবই ইচ্ছা থাকলো। তবে তোরা তো আমার কারা জীবনের নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিস। আমার আবার কারাজীবন ছিল নাকি বলে সন্দেহ করে থাকিস? গুল মারার জায়গা পাওনি গুলেদানন্দজি। বউবাজার বলেই টিঁকে গেলে। অন্য জায়গা যদি হতো তাহলে তোমাকে ধরে একেবারে রাঁচিতে চালান করে দিত। আমাদের মনের মধ্যে এখনও একটি নরম স্থান রয়েছে। সেখানেই তুমি এখনও আমাদের কাছে খুবই প্রিয়। তোমার কথার মধ্যে ইতিহাস রয়েছে। সত্যের ইতিহাস। তারই সন্ধান করে চলি আমরা। পঁচিশ শতাংশ গুল হলে পঁচাত্তর শতাংশ সত্যে পরিণত। সেই কারণে গুলেদানন্দজির কথাকে আমরা বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের গোড়া বিপ্লবী আন্দোলনের যে রূপকে বিচার বিশ্লেষণ করতে বলতে শুরু করে দাও তাতে আমরা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনি। হোক না গুল। তবুও তো সত্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বহু অজানা তথ্য জানেন গুলেদানন্দজি। তিনি যে রকমভাবে একের পর এক বিচার বিশ্লষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে তার সঠিক ব্যাখ্যা যেভাবে দিতে থাকো তাতে আমরা সত্যিই মুগ্ধ। চমৎকৃত। মানুষকে আকর্ষন করে ধরে রাখার মতো ক্ষমতা রয়েছে গুলেদানন্দজির। তুমি তো তারকের চায়ের দোকানের রিয়েল হিরো। আমাদের আসলি 'বিগ বশ'। 'দাদাগিরি'তে চ্যান্স পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনকারী তুমি। আসলে গুলেদানন্দজি মহারাজের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে সবাই এড়িয়ে গেলেও আমরা গুলেদানন্দজির পক্ষে। তিনি ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে নারাজ। তিনি বলেন যে দেশের জন্য লড়াই করেছি। নিজের নাম কেনার জন্য তো বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিনি। তোরা এখন যেমন রাজনৈতিক দলে নাম লেখাস কিছু ইনকামের জন্য। আমাদের সেটা ছিল না। মাতৃশৃঙ্খল মোচন করতেই বিপ্লবী দলে নাম লেখানো

বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবদান কম ছিল না, তিনি সাহিত্যতে সব্যসাচী

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, আমার জীবনকে আমি প্রদীপ করে জেলেছিলুম, তোমার, আরতি করবো বলে। এবং এরপরে এই পংক্তিটির অণুরণন তাঁর মধ্যে সারা জীবন ধরে চলেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। সারস্বত সাধনার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের জীবনকে প্রদীপ করে তুলেছিলেন, এবং সেই প্রদীপের আলোতে তিনি তাঁর জীবনদেবতার বা পরম প্রিয়ের আরতি করছিলেন। অতীতে অলডাস হাক্সলি বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে কোন মানুষ তাঁর নিজস্ব দর্শন নিয়ে বেঁচে থাকেন। শুধু শিল্পী, কবি বা দার্শনিক নন, সাধারণ মানুষকেও ঐ একই পদ্ধতিতে বেঁচে থাকতে হয়। তবে এই জীবন দর্শন কারো ক্ষেত্রে ব্যক্ত, তো কারো ক্ষেত্রে আবার অব্যক্ত। একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে শিল্প-কলায়, একজন সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে সাহিত্যকৃতিতে, এবং কোন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের কাজে এই অব্যক্ত জীবন-দর্শন ছাড়িয়ে থাকে বলে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার কল্লোল যুগের ত্রয়ী ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুও ; অনুরূপভাবেই তাঁদের নিজের নিজের জীবন-দর্শনের চিহ্ন তাঁদের সাহিত্যকৃতির মধ্যে রেখে গিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যেমন রোম্যান্টিকতার ধারা বেয়ে ঈশ্বর-সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন, বৃদ্ধদেব বসু তেমনি অমৃতাভিলাষী হয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁদের এই রোম্যান্টিক রিয়েলিজম,এর পাশে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন মনস্ক-মন সীমা ও অসীমের টানাপোড়েনে নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানতে পারেনি। একদিন চিকিৎসা কর্মকে

যিনি তাঁর নিজের জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নেবেন বলে ভেবেছিলেন, তাঁকেই আবার বিশ্বকোষের খাতায় অহরহ বিহার করতে দেখা গিয়েছিল; কখনো তিনি চড়ুই পাখির কলহ শুনেছিলেন, তো কখনও আবার সারা দুনিয়ার খোয়া ভেঙেছিলেন আর খাল কেটেছিলেন, পথ তৈরি করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন, বাসরে বিরহিণী বাতি মিথ্যেই সারারাত ধরে অপেক্ষা করেছিল, কারণ; তাঁর কাছে সময় ছিল না, তিনি সুদূরের আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিজের জীবনের জন্য কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে প্রণাম জানাতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে অন্ততঃ সে কথাই প্রকাশ পায়। তাতে তিনি লিখেছিলেন; জীবন কেন পেয়েছিলাম তা যখন জানি না, জানি না কোন পুণ্যে, তখন হারাবার সময় কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আছে ভাই? খোঁড়া হয়ে জন্মাইনি, বিকৃত হয়ে জন্মাইনি; মার কোল পেলাম, বন্ধুর বুক পেলাম, নারীর হৃদয় পেলাম, তা যতটুকু কালের জন্যেই হোক না; আকাশ দেখেছি, সাগরের সংগীত শুনেছি, আমার চোখের সামনে ঋতুর মিছিল গেছে বার বার, অন্ধকারে তারা ফুটেছে, ঝড় হেঁকে গেছে, বৃষ্টি পড়েছে, চিকুর খেলেছে; কত লীলা কত রহস্য, কত বিস্ময়! তবে জীবন-দেবতাকে কেন না প্রণাম করবো ভাই। কেন না বলবো ধন্য আমি; নমো নমো হে জীবন দেবতা। মানবজন্মের জন্য যে কবি নিজের জীবন-দেবতাকে নমস্কার জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর জীবনের তরীকে এক ঘাটে না বেঁধে রেখে খেয়ালখুশি মত নানা ঘাটে বেঁধেছিলেন; কিন্তু; তাঁর প্রতিটি তরণীই শস্যসভারে পূর্ণ ছিল। সীমা থেকে অসীমে এবং অসীম থেকে সীমায় আসা-যাওয়ার মধ্যেই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। জীবনে কোন বিশেষ কর্মে তিনি যেমন নিজেকে নিযুক্ত রাখেননি (শিক্ষকতা, কৃষিশিক্ষা, টালি খোলার ম্যানেজারি, গবেষণায় সহায়তা, আকাশবাণীর প্রোগ্রাম প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করা, চিত্র পরিচালনা, সাহিত্য রচনা), তেমনি সাহিত্যকর্মের মধ্যে শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্প,উপন্যাস,শিশু সাহিত্য, প্রবন্ধ,নাটক,পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর যাযাবরি (বোহেমীয়) মনোভাব অটুট ছিল। যেন কোথাও তিনি শান্তি ও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, তাই কোন একটি বিষয়ে তাঁর স্থিতি ছিল না। তাঁর মনে সবসময় সংশয় ছিল। এর কারণ জানাতে গিয়ে তিনি তাঁর একটি পত্রে লিখেছিলেন ; কিন্তু আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগে না; সত্যি ভালো লাগে না। বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোন আনন্দ। আর সেজন্যই তিনি আনন্দ রূপ ও অমৃতের অন্বেষণে নিজের সারা জীবন ধরে ব্যাপ্ত ছিলেন। সেজন্যেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিল। এই কারণেই কবি একদা বলেছিলেন ; কি সে চায়, এ ছবিতে? একটি সবুজ ছিটে; জীবনের দৃপ্ত বিদ্রোহের? এক ফোঁটা সাদা রং হাঁস নয়, সব কিছু দিগন্ত ছড়ানো দুঃসাহসী অক্লান্ত জিজ্ঞাসা? এখানে জিজ্ঞাসাকেও কবি জিজ্ঞাসা চিহ্নে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই প্রশ্নের সোপান বেয়েই তিনি অভিযাত্রা করেছিলেন। নিজের একটি কবিতায় তিনি তাঁর নিজের বিরুদ্ধে নিজেই চক্রান্ত করে গতিময়তার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর 'মৌসুমী' উপন্যাসে বলেছিলেন যে, গতিই হল জীবন; এই কবিতার সেই গতি হল; আত্মশাসন এবং আত্মবিদ্রোহের দ্বন্দ্ববাদের শক্তিতে পূর্ণ। কবি বলেছিলেন ; আমিই শাসন, আমিই বিদ্রোহ। শিরায় শোণিতে মজ্জায় অস্থিতে। নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বেড়াচ্ছি বয়ে এই চক্রান্তই আমার ইতিহাসকে ছোটায়। এই চক্রান্তই লেপে দেয় তার ছোপ। সে ছোপ মুছতে পারলে পৌঁছোতাম বুঝি। এ সৃষ্টির সব ধাঁধার পেছনে! কে চায় সে ধাঁধার উত্তর? প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বৈত সত্তাই তাঁর জীবন-দর্শনের মূল ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন; দ্বিজ হব তপস্যায়। এই মোর গূঢ় অঙ্গীকার। তোমাকেও তাই খুঁজি না' নগ্ন বাসনায়। তার পর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে দ্বিজ হই তপোবলে অন্তহীন রহস্য সত্তায়। একদিন যিনি নারীর দৈহিক প্রেমের মত্ততার মগ্ন ছিলেন, পরবর্তী সময়ে সেই তিনিই নিজের প্রভাবে দেহাতীত-ইন্দ্রিয়াতীত এক পরম-অন্তহীন রহস্য সত্তায় লীন হতে চেয়েছিলেন।

সম্পাদক সমীপেষু,

সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায়

প্রতিবার যেমন হয় দুজন দুজনকে টাকা দিতেন,এবার কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তেমন হল না।সত্যজিৎ জায়া স্বামীর কাছে আবদার করে বললেন; আমার বহুদিনের একটা শখ তুমি মিটিয়ে দেবে? অবাক একটু হয়েছিলেন মানিকবাবু, অবশ্য সাথে সাথে বললেন ; তোমার যা ইচ্ছে কিনে নাও না, আমি কি কোনওদিন আপত্তি করেছি? ; না তা করোনি, কোনও দিনও না, সেই জন্যই চাইতে একটু ইতস্তত করছি। আসলে হত কি সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় নিজেদের বিবাহবার্ষিকীর দিনে দু'জন দুজন'কে টাকা দিতেন, মজার বিষয় সেই টাকা আসলে জমা থাকত সহধর্মিণীর কাছে, জিনিসপত্র কেনার দায়িত্ব সত্যজিৎ জায়ার, তিনি ওই টাকা দিয়ে মানিকবাবুর পছন্দের জিনিসপত্র কিনতেন। দু'জনেই প্রত্যেক কে পাঁচ হাজার করে টাকা দিতেন। এবার কিন্তু বিষয়টা উভয়ের বিয়ের পরের সেই চেনা চিত্রনাট্যের মত এগিয়ে গেল না,বরং সেখানে আছে রোম্যান্টিকতা,সুখী দাম্পত্যের মন ভাল করা প্রতিচ্ছবি,স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কের অনবদ্য কেমিস্ট্রি। 'আমাদের কথা' বইয়ে বিজয়া রায় লিখেছেন শাড়ি গয়না এসব তিনি কোনও দিন চাননি। শখ যে খুব ছিল এমন নয়,বিবাহিত জীবনের বেশ লম্বা সময় পেরিয়ে তিনি কিনেছেন ২০-২২টা শাড়ি, খুব দামী নয়, বড় জোর কয়েকটি ছাপানো সিল্কের শাড়ি। তার একটা বড় কারণ জন্মদিনে তিনি উপহার হিসেবে যেসব শাড়ি পেতেন তাতে দিব্যি চলে যেত, দূর্বলতা ছিল কানে হিরের টপ ও হাতে হিরের আংটির প্রতি জানতেন সত্যজিৎ রায় মহাশয়কে বললে সাথে সাথে রাজি হয়ে যাবেন,কারণ গয়নার আসল দাম কত সেই বিষয়ে তাঁর নিজের কোনও ধারনাই ছিল না। কী চাও বল,আমার সাধ্য থাকলে তা নিশ্চয়ই পাবে,কারণ এটা বিশেষ বছর সেটা ভুলে যেয়ো না। মানিকবাবুর মুখে একথা শুনে মাথাটা কিছুটা নীচু করে স্বামীর কাছে স্ত্রী'র আবদার, এক জোড়া হিরের কানের দুল আর একটা হিরের আংটি..। সত্যজিৎ জায়া মনে করিয়ে দিলেন, ত আমরা এনগেজড হওয়ার সময় মনে পড়ে তুমি আমাকে রুপোর ওপর সোনার জল করা আংটি দিয়েছিলে..? বিয়ের বিশেষ বছর বলে কথা মানিকবাবু উৎসাহ ভরে সহধর্মিণীকে বললেন, বেশ তো সে নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসুক পছন্দের কানে হিরের টপ আর হাতের হিরের আংটি। কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায় নিজেও একজন গুণীজন, তবে রক্ত-মাংসের মানুষ নিশ্চয়ই। সব বিবাহিত নারী-পুরুষের কাছে প্রতি বছর বিবাহের দিনটি বিশেষ তাৎপর্যের, সামর্থ্যের মধ্যে দিনটি স্পেশাল রাখা। - **শচীন ব্যানার্জি।**

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ আটকে দিলো গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ মে ঃ নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ আটকে দিলো গ্রামবাসীরা।

তিনদিন ধরে বন্ধ রাস্তার কাজ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের অধীনে চাকুলিয়া বিধানসভার বাজারগাঁও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁড়ভাঙ্গা এলাকায়। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে হাঁড়ভাঙ্গা থেকে ডাঙ্গিপাড়া পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা ছিল। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাস্তা সংস্কারের। এরপর কিছু দিন আগে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ থেকে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে পাকা ঢালাইয়ের রাস্তা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ঠিকাদার সংস্থাটি রাস্তাটির নিম্নমানের কাজ করছিল। বিষয়টি নজরে আসলে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি রাস্তাটি ভালো করে কাজ করুক ঠিকাদার। অন্যদিকে এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম কে জিজ্ঞেস করা তিনি বলেন, রাস্তার কাজ সিডিউল হিসাবে হচ্ছে। এবং কিছু গ্রামের অসাধু ব্যক্তিরা এই ধরনের কাজ করছে। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে যাতে রাস্তার কাজ ভালো করে হয় এই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

একাধিক দাবীকে সামনে রেখে পৌরসভার চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৈঠক ব্যবসায়ী সমিতির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ মে ঃ নামজারির টাকা কম করা, জলকর প্রত্যাহার, বাজার সংস্কারের সহ একাধিক দাবীকে সামনে রেখে পৌরসভার চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাংবাদিক বৈঠক করলো কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। এদিন ব্যবসায়ী সমিতির অফিসে এই সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এই সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে পৌরসভার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন তারা।

জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জৈন বলেন, আমরা একে উপরের পরিপূরক। পৌরসভা ছাড়া আমাদের কাজ হবে না। আমাদের ছাড়া পৌরসভা চলবে না। তাই আমরা দ্রুত সব সমস্যার নিস্পত্তি চাইছি। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, আমরা পৌরসভাকে সাতদিন সময় দিয়েছি সমস্যাগুলি সমাধানের। তার মধ্যে দু দিন হয়েও গেছে। বাকি ৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে বাজার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

তমলুকে শিক্ষকদের সমাবেশে ঢিল ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ মে ঃ শনিবার তৃণমূলপন্থী চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চের দিকে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ নিয়ে ব্যাপক অশান্তি হয়। অভিযোগ, তমলুকে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিল থেকে ছোঁড়া ইঁটের ঘায়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন চাকরিহারা শিক্ষক। তমলুকে ভোট হওয়ার কথা ২৫ মে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৬ মে। শনি মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থী, সেই সময় বিজেপির মিছিল থেকে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক। তার পরেই হাসপাতাল মোড়ের কাছে ধরনায় বসেছিলেন চাকরিহারাদের একাংশ। শনিবার বিজেপির মিছিল হাসপাতাল মঞ্চের দিকে যাওয়ার পরেই উত্তেজনা শুরু হয়। হাতাহাতি শুরু হয় দু'পক্ষের। বিজেপির তরফে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে দ্রুত বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে চাকরি যাওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়ী করে তিন দিন আগেই আন্দোলনে নেমেছেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। শুভেন্দুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেলা সদরে অনশন শুরু করেছেন তাঁরা। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের দাবি, তাঁরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। ঘটনাচক্রে, এসএসসি নিয়োগ মামলার শুনানি দীর্ঘ দিন যাঁর এজলাসে হয়েছে, লোকসভা ভোটে সেই অভিজিতকেই তমলুক কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে বিজেপি। এই কারণেই তমলুককে আন্দোলনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

বীরপাড়ায় প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ মে ঃ বীরপাড়ায় প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বেলা ২টার পর চিকিৎসক বাড়ি চলে যান, অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এলাকার বাসিন্দারা জানান এই এলাকায় অন্য কোনো প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র নেই যার দরুণ মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়। বাসিন্দাদের স্পষ্ট অভিযোগ চারটে অবধি থাকার সময়, কিন্তু দুটোর পর প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্রে আসার পর কাউকে পাওয়া যায় না। যদিও এই বিষয়ে প্রাণী চিকিৎসক সারাভানান ই জানান দফতরের বিভিন্ন কাজের জন্য তাকে বাইরে যেতে হয়। এছাড়া দফতরের মিটিং এ তাকে উপস্থিত থাকতে হয় এছাড়া বিভিন্ন রিপোর্ট পাঠাতে হয় এজন্য অনেক সময় দুটোর পর তিনি এসব কাজ করতে বেরিয়ে যেতে হয়। প্রাণী চিকিৎসক জানান, এরপর থেকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছেড়ে যাবেন না।

খুনের অভিযোগে গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ খুন করে গা ঢাকা দিয়েছিল তিন অভিযুক্ত। তবে শেষ রক্ষা আর হল না। অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পরে হাজতবাসে যেতে হল তাদের। পুলিশ সুত্রের খবর ২৪ এপ্রিল দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় পুরনো ঝগড়াকে কেন্দ্র করে বিহারের বাসিন্দা, উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় কিছু দুস্কৃতি। ঘটনার পরপরই তাকে তাকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন ২৬ এপ্রিল সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। চিকিৎসা চলাকালীন আহত ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই উঠে আসে আরোও তিনজনের নাম। গত শুক্রবার রাত্রে গ্রেফতার করা হয় বাবলু মুখিয়া, রমেশ মুখিয়া, পবন মুখিয়াকে। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

গরু পাচারের অভিযোগে আটক ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মে ঃ জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) জওয়ানরা গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে তিন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় নাগরিকদের নাম হল উদয়ন রায়য় (২৪), শানুর আলম (২৫) ও হায়দার মোহাম্মদ (২৯)। শনিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্যমতে, ভারত থেকে বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচারের সময় তিনজনই ধরা পড়েন। তিনটির মধ্যেই পাঁচটি গবাদিপশু বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। আটক ভারতীয় নাগরিকদের বাজেয়াপ্ত করা গরুসহ কোতোয়ালি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মোথাবাড়িতে শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে জনসভা করলেন দেব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মে ঃ দক্ষিণ মালদা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মোথাবাড়ি পিডব্লুডি মাঠে বিশাল জনসভা করলেন টলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা দেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী সহ তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। রাজনীতির জন্য দেশ ভাগ করবেন না। অনেক কষ্ট করে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কাজের নিরিখে ভোট দিন। কোন দলকে ভোট দেবেন বলবো না। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সরকার কি কাজ করেছে, আর কেন্দ্রে থাকা সরকার কি কাজ করেছে তা বিচার বিবেচনা করবেন। আপনারা কি বলেন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়, কোন রাস্তা ঘাট হবে না, স্কুল কলেজ হবে না শুধু মন্দির তৈরি হবে। এখানে হিন্দু মুসলমান পড়ে হবে এখানে সবাই আমরা ভারতীয়। আপনারা যখন স্কুল যান পাশের ছেলোটা হিন্দু না মুসলিম জিজ্ঞেস করেন। প্লিজ বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম ভাগ করবেন না। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মোথাবাড়ি পিডব্লুডি মাঠে জনসভা করে এই কথা বললেন ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীপক অধিকারী তথা অভিনেতা দেব। দেবের এই সভা ঘরে মোথাবাড়িতে উত্তেজনা ছিল চরমে। এদিনেও তাপমাত্রার দাপাদাপিতে নাজেহাল জেলাবাসী। সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই তাপমাত্রা ৪২ থেকে ৪৪ ডিগ্রির আশেপাশে। অন্যদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে জমজমাট হয়ে উঠেছে গণ উৎসব তথা ভোট উৎসব। কঠিন গরমের মধ্যেও চলছে ভোট যুদ্ধ। ঠাঁ ঠাঁ রৌদ্র মাথায় নিয়েও ছুটতে হচ্ছে ভোট কর্মীদের। দেবের সভায় তৃনমূল কর্মীদের মধ্যে এ রকমই চিত্র দেখা গেছে মোথাবাড়িতে।

আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাধ্যমিকে পাড়ার সেরা ফল করল দুই ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মে ঃ আর্থিক প্রতিকূলতার সত্ত্বেও পাড়ার সেরা রেজাল্ট করল দুই ছাত্র, এহনো রেজাল্টে পাড়ার পঞ্চায়েত তাদেরকে মিষ্টু মুখ করিয়ে ফুল দিয়ে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানায়। এদের মধ্যে একজন জলপাইগুড়ি আনন্দ মডেল হাই স্কুলের ছাত্র ববোই তন্ত্র, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬০৯, অন্য আরেকজন দীপ তন্ত্র, তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৩১। তারা দুজনেই অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে উঠে আসা। ববোই তন্ত্রের ইচ্ছা ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হওয়া, আরেকজনের জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা দিয়ে ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু তাদের এই ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আর্থিক ব্যবস্থা, চিন্তায় দুই পরিবারই। একজনের বাবা করে ফেরিওয়াল, আরেকজনের বাবার ছোট্ট একটি মুদির দোকান। ববোই তন্ত্রের বাবা কৃষ্ণ তন্ত্র বলেন, আমাদের গ্রামে কোন ডাক্তার নেই আমার এবং ছেলের ইচ্ছে বড় হয়ে ছেলে ডাক্তার হবে কিন্তু আমি সামান্য

ফেরিওয়ালার কাজ করি শিলিগুড়িতে, কিভাবে খরচ জোগাবো তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। যদিও সেরা প্রতিবেশী পাড়ার এবঙ্গি পঞ্চায়েত সবাই পাশে দাঁড়াবে বলে ইচ্ছুক জোগায়। ছেলেকে ডাক্তার করে দিতে পারলে আমাদের পাশাপাশি পাড়ার লোকও ভীষণ খুশি হবে। পাশাপাশি দীপ তন্ত্রের বাবা নির্মল তন্ত্র বলেন, ছেলে ছোট থেকেই পড়াশোনায় মেধা ছিল। প্রতিবছরই প্রথম কিংবা সেকেন্ড হোত ক্লাসের মধ্যে। আশা করেছিলাম ছেলে ভালো রেজাল্ট করবে কিন্তু এতটা ভালো করবে তা ভাবতে পারিনি। ভীষণ ভালো লাগছে সবাই আসছে ছেলের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ছেলের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। যতটা পারবো ছেলের পাশে দাঁড়াব। অন্যদিকে সংবর্ধনা দিতে এসে গ্রামের পঞ্চায়েত বাবলু বসাক বলেন। এরা দুজনেই পাড়ার গর্ব, দুজনেই ভবিষ্যতে যে কোন সমস্যায় পড়লে আমি এদের পাশে দাঁড়াবো।

তাপমাত্রার পারদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানে বাড়ছে বিয়ারের চাহিদা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ মে ঃ গত ৪৫ বছরের মধ্যে রেকর্ড তাপমাত্রা বেড়েছে দক্ষিনবঙ্গে। লাগামছাড়া তাপপ্রবাহ থেকে স্বস্তি পেতে বৃষ্টির জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে সর্বত্র। কাটফাটা রোদে পুড়ছে পূর্ব বর্ধমান জেলাও। ঝলসানো রোদ আর প্যাচপেচে গরমের হাত থেকে সাময়িক স্বস্তি পেতে কিংবা শরীর ও মনকে ঠান্ডা রাখতে জেলার সুরাপ্রেমীরা বেছে নিয়েছে বিয়ার কে। অসহ্য গরমে গলায় 'চিল বিয়ার' ঢেলে যেন রাজস্থানে বসে স্যুইজারল্যান্ডের আমেজ নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সুরা প্রেমীরা। ফলে বিয়ারের মাধ্যমেই লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে রাজকোষে। গরম যত বাড়ছে বিয়ারের বিক্রি পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে জেলায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে চলতি বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে জেলায় মোট বিয়ারের বিক্রয় ছিল প্রায় ১ লক্ষ ১ হাজার লিটার। ফেব্রুয়ারি মাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই মাসে বিয়ারের বিক্রি বেড়ে হয় দ্বিগুন অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ ৩ হাজার লিটার। চলতি বছরে মার্চ মাস থেকে তাপমাত্রার পারদ চড়তে শুরু করে হু হু করে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বিয়ারের বিক্রয় বেড়ে যায় ফেব্রুয়ারি মাসের প্রায় তিন গুনের কাছাকাছি। ২০২৪ এর মার্চ মাসে সারা জেলায় প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লিটার বিয়ার বিক্রি হয় যা এপ্রিল মাসে গিয়ে ঠেকে প্রায় ১৫ লক্ষ লিটারের কাছাকাছি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে বিয়ার বিক্রয়ের মোট পরিমান যত ছিল, তীব্র দাবদাহের কারনে সেই পরিমানের প্রায় দেড়গুন বেশী বিক্রয় হয়েছিল শুধুমাত্র এপ্রিল মাসেই। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতিক হারে বাড়ছে বিয়ার বিক্রির পরিমানও। অথচ ২০২৩ সালে বিয়ারের বিক্রি অনেকটাই কমছিল তুলনামূলকভাবে। গত বছর জানুয়ারিতে জেলায় ১ লক্ষ ৩ হাজার লিটার, ফেব্রুয়ারিতে ২ লক্ষ ২০ হাজার লিটার, মার্চ মাসে সাড়ে পাঁচ লক্ষ লিটার বিয়ার বিক্রয় হয়েছিল এবং এপ্রিলে গিয়ে সেই বিয়ারের বিক্রয়ের পরিমান বেড়ে হয় সাড়ে দশ লক্ষের মত। অর্থাৎ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যেতেই পারে যে এবছর তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যেই একচিলতে শীতলতার আমেজ পেতে পূর্ব বর্ধমান জেলার সুরাপ্রেমিদের কাছে নয়নের মণি হয়ে উঠেছে 'চিল বিয়ার' বা ঠান্ডা বিয়ার। যদিও বিয়ার বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু কমেছে ফরেন লিকার অর্থাৎ বিদেশী মদের বিক্রয়। সাধারণত ঠান্ডার মরশুমে বিয়ারের চাহিদা কমে এবং বিদেশী মদের বিক্রয় বাড়ে। এর উল্টোটা ঘটে গ্রীষ্মের মরশুমে। চলতি বছরের মার্চ মাসে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিদেশী মদের মোট বিক্রয় ছিল প্রায় ৬ লক্ষ লিটার যা এপ্রিল মাসে প্রায় দেড় লক্ষ লিটার কমে গিয়ে বিক্রয় হয় প্রায় সাড়ে চার লিটার। অর্থাৎ এই গরম আবহাওয়ায় বিয়ারের দিকেই ঝুকে রয়েছেন সুরাপ্রেমীরা। কেউ কেউ দাবদাহের হাত থেকে স্বস্তি পাবার একমাত্র উপায় হিসাবে ঠান্ডা বিয়ার গলধকরণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করে নিয়েছেন। পারদ যত চড়ছে, বাড়ছে তৃষ্ণা। আর সুরাপ্রেমীদের তৃষ্ণা নিবারণে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বিয়ারের চাহিদা।

কপার প্লেট বিক্রির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ কপার প্লেট বিক্রি করার নামে শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীকে প্রতারণা করার অভিযোগে রাজস্থান থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সৌরভ দয়ারোকা, বাড়ি জয়পুর। জানা যায়, তন্ময় খেমকা নামক শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ী কপার প্লেট কেনার জন্য অভিযুক্তকে ১০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্ত টাকা নিয়েও সামগ্রী দেয় নি। পরবর্তিতে ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখে ওই ব্যবসায়ী ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে রাজস্থানে যায় ভক্তিনগর থানার পুলিশের একটি টিম এবং অভিযুক্ত সৌরভ দয়ারোকাকে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়ি নিয়ে আসে। শনিবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডোমকলে বোমা উদ্ধার, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ মে ঃ ৭ মে মুর্শিদাবাদে ভোট। তার আগে শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে প্রচুর বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। তাতেই সামনে এসে বোমা কাণ্ড। চাষের ক্ষেত থেকে শ্মশান, কোথাও ব্যাগ, কোথাও বা বালতি ভর্তি বোমা! সূত্রের খবর, এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে বোম্ব স্কোয়াডকে। এত পরিমাণে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। নির্বাচনের আগে কে বা কারা এত বোমা মজুত করে রেখেছিল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমকল থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। শাসক - বিরোধী উভয়েই পরস্পরকে দোষারোপ করছে। মনে করা হচ্ছে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বোমার আমদানি করা হয়েছিল।

অবৈধ নির্মাণ গুড়িয়ে দিল পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ মে ঃ আবারও অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে অভিযান। শিলিগুড়ির ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লী এলাকায় অবৈধ নির্মাণ গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। জানা গেছে, এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টে অবৈধভাবে নাগরিক সমিতির অফিস এবং বিল্ডিং এর পার্কিংকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। যেই কারনে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিকদের। এই নিয়ে একটি মামলাও হয়। এরপর পুরনিগমের তরফে একাধিকবার বিল্ডিং এর প্রোমোটারকে নোটিশ পাঠানো হয়। এরপরও প্রোমোটার নোটিশের গুরুত্ব না দেওয়ায় অবশেষে আজ সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।

সৌরশক্তি প্রকল্প বন্ধের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে

দুরন্ত বার্তা, রানিগঞ্জ, ৪ মে ঃ সৌরশক্তি প্রকল্প বন্ধের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। শত শত গাছ কেটে পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। রানিগঞ্জ। ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কুনুস্টোরিয়া এলাকার অধীনে মহাবীর কোলিয়ারি এবং ওসিপিতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। এলাকা থেকে শুরু করে একটি বেসরকারি কোম্পানির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ চলছে। এলাকার পুরাতন পুকুরটি নিষ্কাশন করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা বছরের পর বছর এই

পুকুরে স্নান করত এবং তাদের বিশ্বাসের ছট পূজাও করত, তাই গ্রামবাসীরা কোথায় জল পাবে তা নিয়ে অসন্তুষ্ট। একাধিক গ্রামবাসী জানান, এভাবে অবৈধভাবে শত শত পুকুর কেটে ফেলা হচ্ছে, এতে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এটা ঘটবে এবং আমরা সবাই প্রভাবিত হব। গ্রামবাসীরা জানান, ন্যায়বিচার না পেলে আমরা মানবাধিকার কমিশন, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করব। গ্রামবাসীরা বলেছেন যে আসানসোল দুর্গাপুর কর্তৃপক্ষের অফিস থেকে এই প্রকল্পের জন্য NOC নেওয়া হয়নি, এটি তদন্ত করা উচিত। মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তা ডাঃ কোল বলেন, গ্রামবাসীদের সাথে দেখা করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে এবং এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ও হাইকোর্টে আবেদন করা হবে। সুরক্ষা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে, ইসিএল সদর দফতরে একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রকল্পের বিষয়ে আরটিআই দায়ের করা হয়েছে এবং সাত দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে দিল্লি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছে।

চরম অনটনে দিন কাটাচ্ছেন শ্রীখোল শিল্পী পিন্টু ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, অশোকনগর, ৪ মে ঃ একসময় মুখের বোলের সাথে খোলের বোল মিলিয়ে কীর্তন আসর কাঁপিয়ে দিতেন যে শিল্পী বর্তমানে চরম

অর্থকষ্টে ভুগছেন শ্রীখোল বাদক পিন্টু ঘোষ। ৫ দশকের বেশি সময় ধরে যিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আসর মাতিয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। দীর্ঘ ৫৩ বছরে প্রচুর ছাত্র তৈরি করে বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতা ও বয়সের কারণে তেমন কোন কাজ পাচ্ছেন না এই প্রথিতযশা শিল্পী। অশোকনগরের কাঁকপুলে নিজের বাড়িতে অনেকটা আক্ষেপ করে বলেন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে আগে বিচারকের জন্য ডাকা হতো, এখন সে ডাক ও আসে না। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা পাওয়া যায়, ব্যাস ওটুকুই। বাড়িতে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বেশ অভাব অনটনে কাটছে দিন, কেউই এগিয়ে আসে না এই শিল্পীর অনটন ঘোচাতে।

নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে হাইকোর্টের দারস্থ ছেলে, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৪ মে ঃ নদীর ওপার নৃসিংহ পুর গ্রামে আত্মীয়র বাড়িতে শ্রাদ্ধ শান্তির অনুষ্ঠানে কাজে নিয়ে রহস্য জনক ভাবে নিখোঁজ কালনা তুই ব্লকের সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাপাড়ার ৭০ বছরের বৃদ্ধ জগবন্ধু সরকার। নিখোঁজ বাবাকে খুঁজে পেতে থানা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পুলিশ সুপারও সিআইডি অফিসে চক্কর কেটেও কোনো সুরাহা না পেয়ে অবশেষে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ নিখোঁজ বৃদ্ধর ছেলে। বাবাকে খুঁজে পেতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হন্যে হয়ে ঘুরছেন নিখোঁজ বৃদ্ধার ছেলে প্রশান্ত সরকার, দেড় বছর কেটে গেলেও দুই জেলার পুলিশ এই ঘটনার কোনো সুরাহা করতে না পারাই তাই এই ঘটনাটির তদন্তের জন্যে সিবিআই কে দায়িত্ব দিলেন মহামান্য হাইকোর্ট। গত ৬।৭।২০২২ সালে নদীয়ার নৃসিংহ পুর গ্রামে মামার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়িতে সকল আত্মীয়রা মামার বাড়িতে যায়। অনুষ্ঠান চলাকালীন দুপুর নাগাদ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় জগবন্ধুবাবু, অনেকক্ষণ খোঁজার পর রাত গড়িয়ে গেলেও তার কোনো খোঁজ না মেলায় স্থানীয় নদীয়ার শান্তিপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন তার ছেলে প্রশান্ত সরকার। কয়েক মাস পর জগবন্ধুবাবুর নিখোঁজের রহস্য একটু একটু সন্দেহের দানা বাড়লেই চারজনের বিরুদ্ধে এসপি - এর কাছে অভিযোগ করেন ছেলে। নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে প্রশাসনের বিভিন্ন দরজার কড়া নাড়িয়েও কোনো ফল না পেয়ে অবশেষে বাবার ছবি হাতে নিয়েই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে নিজের নিখোঁজ বাবাকে হন্যে হয়ে খুঁজেই চলেছেন প্রশান্তবাবু। শুধু তাই নয় বিভিন্ন হাসপাতাল ও GRP এর মর্গেও বাবার খোঁজ নেন প্রশান্তবাবু। অবশেষে পুলিশের ওপর আর ভরসা না করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ সরকারের পরিবার। সবকিছু খতিয়ে দেখেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন মহামান্য হাইকোর্ট। নিখোঁজের পেছনে কোনো কি রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন আদালত তার জেরেই সিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ দেন মহামান্য আদালত, এই বার কি রহস্যজনক নিখোঁজের ঘটনার ওপর থেকে পর্দা সরবে ? সিবিআই এর ওপর ভরসা রেখেই গভীর অপেক্ষায় নিখোঁজ জগবন্ধু বাবুর পরিবার।

যাত্রীদের আধুনিক সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা

গোরখপুর, ৪ মে ঃ যাত্রী ভিত্তিক উত্তর পূর্ব রেল যাত্রীদের আধুনিক সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ইউটিএস অর্থাৎ অসংরক্ষিত টিকিট সিস্টেম অ্যাপ ব্যবহার করে, যাত্রীরা লাইনে না দাঁড়িয়ে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদের মোবাইল ফোন থেকে অসংরক্ষিত যাত্রার টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং মাসিক সিজন টিকিট বুকরিনিউ করতে পারবেন। এছাড়াও, ৭২টি স্টেশনে ১০৮টি স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে, যার মধ্যে বারাণসী বিভাগে ৩৮টি, লখনউ বিভাগে ৪০টি এবং ইজ্জতনগর বিভাগে ৩০টি স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে। এই সুবিধা পাওয়ায় যাত্রীরা ভ্রমণের টিকিট পেতে দীর্ঘ সারি থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। ইউটিএস মোবাইল অ্যাপ সুবিধা উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ২০৭টি স্টেশনে কিউআর কোড সহ সমস্ত স্টেশনে উপলব্ধ। কোড সুবিধাও উপলব্ধ, স্টেশনগুলিতে কিউআর ইনস্টল করা আছে। কোডটি স্ক্যান করে যাত্রীরা কাগজবিহীন ভ্রমণ টিকিট এবং প্ল্যাটফর্ম টিকিট বুক করতে পারবেন। ইউটিএস অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট বুক করার জন্য, প্রথমে সমস্ত যাত্রীদের তাদের মোবাইলে প্লে স্টোরঅ্যাপ স্টোর থেকে ইউটিএস অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে এবং নিবন্ধন করতে হবে। যাত্রীরা আর-ওয়ালেট বা ডেবিটক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ইউপিআই-এর মাধ্যমে টিকিট পেমেন্ট করতে পারেন। আর-ওয়ালেটের প্রতিটি রিচার্জে ০৩ শতাংশ বোনাসও দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে যাত্রীরা কাগজবিহীন এবং কাগজবিহীন টিকিট বুক করতে পারবেন। কাগজের টিকিট বাতিল করা যেতে পারে কিন্তু কাগজবিহীন টিকিট বাতিল করা যাবে না। কাগজের টিকিট বুক করার সময়, যাত্রীকে এটিভিএম বা স্টেশন কাউন্টার থেকে মুদ্রিত টিকিট নিতে হবে। প্রিন্ট আউট টিকিট ছাড়া কাগজের টিকিটে ভ্রমণ করা শাস্তিযোগ্য। এই অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা কাগজবিহীন টিকিট মোবাইল ফোনে টিটিই-কে পাঠানো যাবে। দেখানো যেতে পারে। এর মাধ্যমে মাসিক সিজন টিকিট ১০ দিন আগে রিনিউ করা যাবে।

দুই তলযুক্ত আরপিএফ আউটপোস্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৪৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০২-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. 11-AP-III-2024। কাজের নামঃ সিভকে-এসএসই/ডব্লিউ/এমবিজেড অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই তলযুক্ত আরপিএফ আউটপোস্টের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৯৪,৮৯,১১৫.২৩ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮৯,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সুন্দরবনের মহাদেব চিকিৎসক হয়ে সেবা করতে চায়

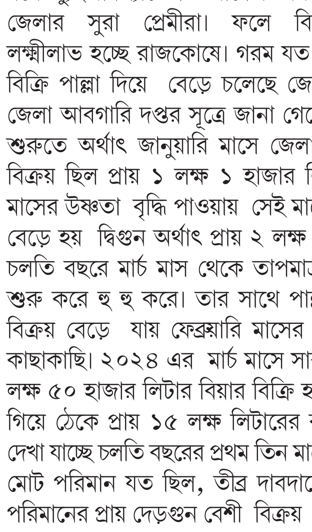

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ মে ঃ সুন্দরবনের দিন মজুরের ছেলে মহাদেব চিকিৎসক হতে চায়। নুন আনতে পান্তা ফুরায় পরিবারের সন্তান রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে এবারের মাধ্যমিকে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে সে। প্রত্যাশা পূরণ ও করেছে সে। নিজের, পরিবার ও স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। উজ্জ্বল করেছে গ্রামের মানুষের মুখ। সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর মধুসূদনপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর সুজিত হালদার ও তার স্ত্রী কাঞ্চন হালদারের পুত্র মহাদেব হালদার। ছোটবেলা থেকেই গ্রামের জুনিয়র স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর কুলতলি ব্লকের জামতলা ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ছোট থেকে একটানা দশম শ্রেণী পর্যন্ত ফাস্ট বয় হিসাবেই নিজেকে গড়ে তুলেছে মহাদেব। তিন সন্তান ও দম্পতির সংসার চালানোই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুজিতবাবুর। তাই হাড় ভাঙা কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জন করেও সন্তানদের পড়াশোনা খরচ মেটাতে পারছিলেন না তাই বাধ্য হয়ে সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে গৃহ শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন বছর দুয়েক আগে থেকে। আর সেই অতিরিক্ত উপার্জনেই সুজিতবাবু পড়াশোনার খরচ মেটাতেন মহাদেবের। স্ত্রী কাঞ্চন দেবী ও স্বামীর ওপর কিছুটা ভার কমাতে সংসার সামলানোর পাশাপাশি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রাধুনী হিসাবে কাজ করেন। আর এইভাবেই কোনরকমে জোড়া তালি দিয়ে চলে আসছে তাদের অভাবের সংসার। আর সেই পরিবারের সুসন্তান দিনে ও রাতে গড়ে পাঁচ ঘন্টা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করেই নজর করা সাফল্য এনেছে তাঁর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায়। বাংলায় ৯৫, ইংরেজিতে ৮১,অংক ৯১, ভৌত বিজ্ঞান ৯১, জীবন বিজ্ঞান ৯৭,ইতিহাস ৯০ ও ভূগোলে ৯৯। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হলো ৬৪৪। শতকরা হিসাবে ৯২ নম্বর। এই নম্বর প্রাপ্তির ফলেই এক দিকে যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। সেই সঙ্গে আশায় বুক বেঁধেছে হালদার পরিবার। বাড়ির গৃহকর্তা সুজিত হালদার অশ্রু সজল চোখে বলেন, 'সারা জীবন কষ্ট করেই চলেছি। তবে কোনো কিছুতেই হাল ছাড়িনি। সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি যাতে সন্তানরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে। তবে মহাদেব বরাবরই মেধাবী ছিল। তাই ওর ওপরে আমাদের প্রত্যাশাও ছিল বেশি। অন্য অভিভাবকদের মতন বেশি গৃহ শিক্ষক তাকে দিতে পারিনি। একটি মাত্র কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দিয়েছিলাম গ্রামে। আমাদের আর্থিক দুরাবস্থার জন্য কোচিং সেন্টারে একজন শিক্ষক আবার বিনা বেতনেও তাকে সারা বছর ধরে পড়িয়েছেন। তাই আজকের আমাদের সবার সেই সম্মিলিত লড়াই সার্থক হয়েছে। আমরা চাই ও মানুষের মত মানুষ হোক। মানুষের কল্যাণ করুক।' আর যার সাফল্যে এতকিছু সেই মহাদেব হালদার এদিন জানায়, 'বাবা ও মা আমার জন্য যা করেছে তা কোনভাবেই ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল সহ অন্যান্য সহ শিক্ষক, শিক্ষিকা, কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরা আমাকে যেভাবে গাইড করেছে তার ফলেই আজকে এই সাফল্য আমি পেয়েছি। আমি সুন্দরবনের একজন দিনমজুরের সন্তান। এখানকার মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা আমি বুঝি। চিকিৎসার জন্য বারুইপুর, কলকাতায় দৌড়াতে হয়। তাই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে আগামী দিনে চিকিৎসক হয়ে কুলতলির মানুষের সেবা করতে চাই।' প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রের এই নজর কারা সাফল্যে গর্বিত স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী। মহাদেবের এই সাফল্যে খুব খুশি কুলতলির মানুষ।

খাওয়া-দাওয়া

কাঁচা আমের আইসক্রিম

উপকরণঃ কাঁচা আম ২টি, দুধ ১ লিটার, গুঁড়া দুধ ৩ টেবিল চামচ, জল দেড় কাপ, কনডেনসড মিল্ক আধা কাপ, চিনি আধা কাপ, খাওয়ার সবুজ রং কয়েক ফোঁটা, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, ডিমের কুসুম ২টি, ক্রিম ১ কাপ।

প্রণালিঃ কাঁচা আম ছোট ছোট করে টুকরা করুন। সেই আম দেড় কাপ জলেতে সেদ্ধ করে নিন। জল ছেঁকে আলাদা করুন। সেই জল চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। সামান্য খাওয়ার রং মেশান। দুধের সঙ্গে কনডেনসড মিল্ক, কর্নফ্লাওয়ার, ডিমের কুসুম মিশিয়ে চুলায় ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। দুধ ঘন হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে দিন। ক্রিম বিট করে চিনি জলের শিরা দিয়ে বিট করুন। ঘন দুধ ঢেলে বিট করতে থাকুন। ২-৩ মিনিট বিট করে আমের ছোট টুকরাগুলো দিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। আইসক্রিম জমে গেলে পরিবেশন করুন।

মোদী সম্পর্কে রাহুলের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বাংলার বিদ্বজনেরা

কলকাতা, ৪ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর অবমাননাকর মন্তব্যে আহত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বিদ্বজনদের একাংশ। তাঁরা প্রকাশ্যেই তাঁদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ‘নরেন্দ্র মোদী কখনও পাকিস্তানের কথা বলবেন, কখনও আবার সমুদ্রের নীচে গিয়ে নাটক করবেন। সমুদ্রের নীচে গিয়ে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ভাবছিলেন, এখানে কিছু যেন না হয়ে যায়। রাজনীতিকে রসিকতায় পরিণত করেছেন।’

রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র সুদীপ্ত গুহ এ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদী গত ১০ বছরে ভারতকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, তাতে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যেমন কোনও তুলনা চলেনা, তেমনই ভারতের রাজনীতিতে কোনও তুলনা চলেনা নরেন্দ্র মোদী ও রাহুলের। ভারত পাকিস্তানকে এবং মোদীজি রাহুলকে গুরুত্বও দেননা। যদিও ওঁরা যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেন সঙ্গত কারণেই।

নেহরু এবং গান্ধী প্রথম থেকেই হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। স্বাধীনতার পর সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের প্রস্তাবে সায় ছিল না নেহরুর। ইন্দিরা গান্ধীকে পুরীর মন্দিরে পুরোহিতরা ঢুকতে দেননি। শাহবানু মামলা এবং রামমন্দিরের ব্যাপারে রাজীব গান্ধীর ভূমিকার কথা সবাই জানেন। তারই ধারাবাহিকতায় রাহুলের এই মন্তব্য ওঁদের একটা হতাশার বহিপ্রকাশমাত্র। রাজ্য বিজেপি-র অপর মুখপাত্র তথা একটি সুপরিচিত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায় রাহুলের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘‘শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল দ্বারকা। সে কারণে তিনি দ্বারকাশীষ বা দ্বারকেশ্বর নামেও পরিচিত। ভাগবৎ পুরাণে প্রাচীন রাজ্য হিসাবে দ্বারকার উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের এই জনপদ গজনীর সুলতান মামুদ ১৪৭৩-এ ধ্বংশ করে দেন। এর আগে অষ্টাদশ শতকে আদি শঙ্করাচার্য সনাতন ধর্মের বন্ধনের জন্য যে চার ধামের কথা বলেছিলেন, তার অন্যতম ছিল দ্বারকা। সেই দ্বারকায় প্রধানমন্ত্রী পুজো দিতে গিয়েছেন, এটা তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় হতে পারে না! এই মনোভাব একদিকে সংবিধান-বিরোধী, অন্যদিকে কোনও শিক্ষিত পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। প্রধানমন্ত্রীর কি ধর্মাচারণের অধিকার নেই?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি, বিজেপি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুপরিচিত অধ্যাপক অসীম ঘোষ এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘‘ইতিহাসের অনেক চরিত্রের সত্যতা নিয়েই মানুষের সন্দেহ আছে। কিন্তু মানুষের বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করবেন কীভাবে? প্রভু যীশুর ‘রেজারেকশন’ বা হজরত মহম্মদের বাণীকেও কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি? আক্রমণের সহজ লক্ষ্য কি কেবলই রাম, কৃষ্ণ, দ্বারকা? মানুষের বিশ্বাসকে এভাবে আঘাত দেওয়ার অধিকার রাহুল গান্ধী কেন, কারোরই নেই! প্রসঙ্গত, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী যেখানে ছিল বলে বিশ্বাস হিন্দুদের, কিছুদিন আগে সেখানে সমুদ্রের নীচে পুজো দিতে যান মোদী। সেই পুজো নিয়ে এর আগেও কটাক্ষ করেছেন রাহুল। এবার মহারাষ্ট্রের পুণেতে এক জনসভায় ফের এই পুজো নিয়ে মোদীকে ব্যঙ্গ করলেন রাহুল। তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ গেরুয়া শিবির। রাহুলের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। গত ১৯ এপ্রিল নরেন্দ্র মোদী নিজে এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘‘প্রত্নতাত্ত্বিকরা সমুদ্রে দ্বারকা খুঁজে পেয়েছেন। আমি জলের নিচে গিয়ে দ্বারকায় পুজো করেছি। কিন্তু কংগ্রেসের ‘শাহজাদা’ বলছেন সমুদ্রে প্রার্থনা করার মতো কিছু নেই। এই লোকেরা আমাদের সংস্কৃতি, হাজার বছরের পুরনো আমাদের বিশ্বাসকে শুধুমাত্র তাদের ভোট ব্যাঙ্কের জন্য উড়িয়ে দিয়েছে।

ত্রিপুরায় স্ত্রীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গলে ফেলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

আগরতলা, ৪ মে ঃ স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রবার বাগানের জঙ্গলে ফেলে বিষ খেয়ে স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টা। ঘটনা শনিবার দুপুরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার টাকারজলা থানার অধীন উজান ঘনিয়ামাড়া গমন ঠাকুরপাড়া এলাকায় ঘটেছে। অভিযুক্ত স্বামীকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় টিএসআর সপ্তম বাহিনী আলফা কোম্পানির জওয়ানরা। জানা গিয়েছে, টাকারজলা উজান ঘনিয়ামাড়া গমন ঠাকুরপাড়া এলাকার ফাল্গুনা দেববর্মা শনিবার দুপুরে দা দিয়ে স্ত্রী স্মৃতি দেববর্মাকে (২২) কুপিয়ে রক্তাক্ত করে রবার বাগানের জঙ্গলে ফেলে দেয়। স্বামী নিজেও বিষপান করে আত্মত্যার চেষ্টা করেন। টিএসআর সপ্তম বাহিনীর আলফা কোম্পানি সংলগ্ন রাবার বাগান এলাকায় এই ঘটনা। টিএসআর আলফা কোম্পানির জোওয়ানরা অভিযুক্ত স্বামীকে বিষপান করা অবস্থায় ছটফট করতে দেখতে পেয়ে তাকে আটক করে টাকারজলা থানায় খবর দেয় পাশাপাশি অভিযুক্তকে পুলিশ হাতে তুলে দেয়। অভিযুক্ত স্বামী স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে রাবার বাগানের জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার কথা নিজেই স্বীকার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে টাকারজলা থানার পুলিশ উজান ঘনিয়ামাড়া গমন ঠাকুরপাড়া এলাকায় জঙ্গল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। পাশাপাশি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাকারী অভিযুক্ত স্বামীকে পুলিশ টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে যায়। অভিযুক্ত স্বামী ফাল্গুনা দেববর্মার আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানান টিএসআর সপ্তম বাহিনী আলফা কোম্পানি নায়েক সুবেদার সুরজিৎ রিয়াং ও টাকারজলা থানার ওসি। পুলিশের ধারণা, সাংসারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে মূলত এই ঘটনা হতে পারে।

ঘন ঘন চুরি, বিক্ষোভ, পথ অবরোধ

কৈলাসহর (ত্রিপুরা), ৪ মে ঃ একের পর এক চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের পাইতুর বাজারে বিক্ষোভ। ব্যবসায়ীরা পুলিশের উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশ প্রশাসন মুর্দাবাদ, পুলিশ প্রশাসন হায় হায় বলে স্লোগান দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের পাইতুরবাজার এলাকায় গত দুই মাস ধরে লাগাতর বিভিন্ন দোকানে চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তিন দিন পূর্বে তথা গত পয়লা মে বুধবার গভীর রাতে পাইতুরবাজার এলাকায় দুইটি দোকান চুরির পর তেসরা মে শুক্রবার গভীর রাতে ফের পাইতুরবাজার এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানে চুরি হয়েছে। পুলিশকে এ ব্যাপারে বারবার লিখিত এবং মৌখিকভাবে অভিযোগ জানানোর পরও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন। তাই ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে শনিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে পাইতুরবাজার এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাইতুরবাজার কৈলাসহরের মোটরস্ট্যান্ড হওয়ার সুবাদে এলাকাটি সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। পথ অবরোধের ফলে রাস্তার দুধারে প্রচুর সংখ্যক গাড়ি আটকে পড়ে।

ত্রিপুরায় ধৃত বেঙ্গালুরু থেকে আগত সন্দেহভাজন ১১ জন রোহিঙ্গা

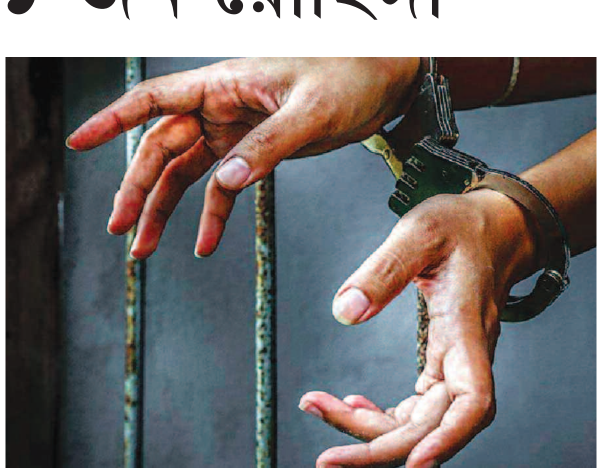

গন্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ৪ মে ঃ ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশের এসবি এবং ডিআইবি কর্মীদের প্রচেষ্টায় উপজাতি জনপদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ১১ জন সন্দেহভাজন রোহিঙ্গাকে। যদিও ধৃতরা জানান তারা রোহিঙ্গা নন, বাংলাদেশি। গন্ডাছড়ায় ১১ জন রোহিঙ্গা আটক হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশের এসবি এবং ডিআইবি কর্মীদের কাছে খবর ছিল, শুক্রবার রাতে যে কোনও সময় গন্ডাছড়ায় বেশ বড়সড় একটি রোহিঙ্গা দল ঢুকতে পারে। ওই গোপন তথ্য পেয়েই নড়েচড়ে বসেন গোয়েন্দা কর্মীরা। বহু চেষ্টার পর শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ গন্ডাছড়া থানাধীন মাছকুম্ভির এলাকার বাসিন্দা জনৈক অনিতা রিয়াঙের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে রোহিঙ্গা সন্দেহে ১১ জনকে আটক করেন এসবি এবং ডিআইবি কর্মীরা। তার পর ধৃত সন্দেহভাজন ১১ জন রোহিঙ্গাকে গন্ডাছড়া মহকুমা থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশের টানা জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানায়, তারা রোহিঙ্গা নয়, সকলেই বাংলাদেশি। তাদের বসতবাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে। ধৃতরা জানায়, তিন বছর আগে দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা হয়ে ট্রেনে করে কাজের সন্ধানে বেঙ্গালুরু গিয়েছিল। সেখানে তারা টুকাই-এর কাজ করত। বিশেষ করে বোতল টুকাই-এর কাজ করত বলে জানায় ধৃতরা।

ধৃতরা আরও জানায়, শুক্রবার রাত ১১টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে তারা আমবাসায় আসে। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল দালাল। দুটি অটো করে দালালরা ১১ জনকে নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার মাছকুম্ভির গ্রামে পৌঁছে রাত দুটায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যে আরও ১৪ জন আসে। শুক্রবার রাতে মাছকুম্ভিরের বাসিন্দা অনিতা রিয়াং-এর পরিত্যক্ত বাড়িতে রাত কাটানোর পর শনিবার ভোর নাগাদ টিআর ০৩ আর ০৫৩৩ নম্বরের ওয়াগনআর এবং টিআর ০৩ কিউ ০৪৮৭ নম্বরের দুটি গাড়িতে করে ১৪ জন আমবাসার উদ্দেশ্যে চলে যায়। ওই খবর সঙ্গে সঙ্গে আমবাসা থানাকে অবগত করেন গোয়েন্দা কর্মীরা। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, আমবাসা থানার পুলিশও রেল স্টেশন থেকে পাঁচ জনকে আটক করেছে। ধৃতদের মধ্যে একজন জানান, নিজের পেটের তাগিদে কাজের সন্ধানে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। তারা কেউই রোহিঙ্গা নন। বিশেষ সূত্রে খবর, ধৃতদের তল্লাশি চালিয়ে প্রত্যেকের কাছে মোটা অঙ্কের বাংলাদেশি টাকা, কিছু অলঙ্কার উদ্ধার করেছে পুলিশ। যে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা মামন সর্দার (২৯), মহম্মদ পবন সর্দার (২৭), মহম্মদ চান মিঞা (৩৫), মহম্মদ ফইজুল আকন (১৩), মহম্মদ মহারাজ শিখর (২৫), রাজীব হাউলাদার (২২), মহম্মদ ফেরদৌস শেখ (৩০), রুমানা বেগম (২৫), লোমিয়া আখতার (৫), আফসানা আখতার (২২), রুমা ইসলাম (৩)।

অসমের পাহাড় লাইনে যে কোনও সময় ধস নামতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করে ট্রেন চালাতে হচ্ছে ঃ ডিআরএম

হাফলং (অসম), ৪ মে ঃ অসমের ডিমা হাসাও জেলার পাহাড়গুলির কোনও গ্যারান্টি নেই। যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও জায়গায় ধস নামতে পারে। কারণ এই পাহাড়গুলির মাটি অত্যন্ত নরম, বৃষ্টি হলেই মাটি গলে পাহাড় থেকে নেমে আসে। এছাড়া পাহাড়ের পাথরগুলি স্লেটের মতো কালো। বৃষ্টি হলে পাথরগুলিও গলে যায়। তাই ভূমিধসের মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়। বলেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত লামডিং ডিভিশনের ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার। আজ শনিবার নিউ হাফলং রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলি বলেছেন ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার। তিনি বলেন, প্রবল বৃষ্টির দরুন গত ২৫ এপ্রিল সকাল ১০টা নাগাদ লামডিং ডিভিশনের অধীনে জাটিঙ্গা লামপুর ও নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০৭ কিলোমিটারে রেল লাইনের নীচে মাটি ডেবে যাওয়ায় একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিল লাইনচ্যুত হয়েছিল। এর জেরে ট্রেন চলাচল কয়েক ঘণ্টার জন্য ব্যাহত হলেও বেলা ২-টা নাগাদ রেল লাইন মেরামত করে ট্র্যাক সার্টিফিকেট দেওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তবে ওই এলাকার ট্র্যাক মেরামতির জন্য কিছু লোকাল ট্রেনের যাত্রা বাতিল করে শুধু দূরপাল্লার ট্রেন চালানো হচ্ছে।

ডিআরএম প্রেমরঞ্জন বলেন, ২৫ এপ্রিল দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি সশরীরে ঘটনাস্থলে এসেছেন। ২৬ এপ্রিল সকালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব দুর্ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। ডিআরএম বলেন, বর্তমানে পাহাড় লাইনে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তবে যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে শুধু দিনের বেলা যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, রেল বিভাগ যাত্রী সুরক্ষা বিষয়ে কোনও আপস করতে রাজি নয়। বলেন, লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে মোট ২১ জোড়া ট্রেন চলাচল করে। তবে বর্তমানে এই রেলপথে ১৭ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। শুধু আগামী ৭ মে পর্যন্ত চার জোড়া ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। ট্রেনগুলি যথাক্রমে ১৫৬১৫১৫৬১৬ গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ১৫৮৮৮১৫৮৮৭ গুয়াহাটি-বদরপুর-গুয়াহাটি ভিস্টাডম ট্যুরিস্ট স্পেশাল, ১৫৬১৭১৫৬১৮ গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া-গুয়াহাটি, ০৫৬৩৮০৫৬৩৭ শিলচর-নাহরলগুন-শিলচর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল।

প্রেমরঞ্জন কুমার বলেন, বর্তমানে যে ১৭ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে তার মধ্যে নয় (৯) জোড়া ট্রেনের সময় পুর্ননির্ধারণ করা হয়েছে এবং আট (৮) জোড়া ট্রেনকে বিভিন্ন স্টেশনে নিয়ন্ত্রণ করে এসকোর্ট করে সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, পাহাড় লাইনের ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে আটটি (৮) ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে যেখান থেকে রেলকর্মীরা রেলওয়ে লাইনে কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তা নিরীক্ষণ করেন। তাছাড়া দুজন রেলকর্মী সব সময় ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে পেট্রলিং করে রেলপথ ঠিকঠাক রয়েছে বলে জানানোর পরই ট্রেন চালানো হচ্ছে, জানান ডিআরএম।

তিনি বলেন, শুধু দিনের বেলা সকাল ৫-টা থেকে সকাল ৯-টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৩-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে ওই এলাকা দিয়ে। যার দরুন ট্রেনগুলি বিলম্বে চলাচল করছে। বাকি সময় রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামতির কাজ করা হচ্ছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

ডিআরএম আরও বলেন, এবার বৃষ্টি অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। ১৫ এপ্রিল থেকে পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে অত্যধিক, বৃষ্টিও হচ্ছে বেশি। যার দরুন সমস্যা বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, পাহাড়ের কোনও গ্যারেন্টি দেওয়া যায়না যে ভূমিধস হবে না। কারণ পাহাড় নিজে নিজেই স্থান পরিবর্তন করে। বলেন, গতকাল শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছে অন্য পাহাড়ে, কিন্তু ধস নেমেছে ৯ এবং ১০ নম্বর টানেলের মধ্যবর্তী স্থানে। তবে কিছু সময়ের মধ্যেই ধস সরিয়ে রেলপথ সচল করা হয়।

তিনি বলেন, অবশ্য ১১০৭ কিলোমিটার এলাকায় ভূমিধসের স্থায়ী সমাধানে ওই স্থানে একটি বিকল্প সেতু তৈরির কথা ভাবছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। ডিআরএম বলেন, বৃষ্টি না হলে আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে বাতিল ট্রেনগুলি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে দিবাভাগে ট্রেন চালানো হবে যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে। তবে পণ্যবাহী ট্রেনগুলি ভারি হওয়ার দরুন বর্তমানে পণ্যবাহী ট্রেন চালানো হচ্ছে না। আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে পণ্যবাহী ট্রেন রাতের বেলা চালানো হতে পারে বলে জানান ডিআরএম প্রেমরঞ্জন কুমার।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ডিসিএম রমেশ কুমার মাহাতো সহ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের পদস্থ আধিকারিকরা।

Name Change
I, Mehwbub Khan (old name) S/O Yusuf Khan, Presently residing at 2/1A/H/5, Nawab Ali Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mehboob Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/05/2024. Mehboob Khan (new name) and Mehwbub Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Sakil (old name) S/O Sk Musaraf, Presently residing at 2/1A/H/5, Nawab Ali Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Sakil (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/05/2024. Mohammed Sakil (new name) and Md Sakil (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rasid Ali (old name) S/O Neamat Ali, Presently residing at 4/1, Nawab Ali Lane, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rashid Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/05/2024. Rashid Ali (new name) and Rasid Ali (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sibanan Roy (old name) S/O Radhgobinda Roy, Presently residing at 7, Ganga Moni Road, Howrah- 711102, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shibanan Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/05/2024. Shibanan Roy (new name) and Sibanan Roy (old name) both are same identical person.

Name Change
I LAXMI PRASAD VERMA, S/O MAHABIR VERMA, R/O 27/1, BALAI MISTRI LANE, SHIBPUR, HOWRAH -711103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAXMI VERMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/05/2024, THAT LAXMI PRASAD VERMA AND LAXMI VERMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD. AZHARUDDIN, SON OF NISAR AHMED, RESIDING AT 6,COLLIN LANE, KOLKATA - 700016, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. AZHARUDDIN AHMED AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO 25 ON 04/05/2024. MD. AZHARUDDIN AND MD. AZHARUDDIN AHMED BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ADWITIYAA PAL, WIFE OF ARINDAM MRINAL PAL, RESIDING AT 56/1 SIMLA ROAD, BEADON STREET, PS-MANICKTALA, KOLKATA -700006, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADWITIEYAA PAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024. THAT BOTH ADWITIYAA PAL AND ADWITIEYAA PAL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RIMMA BASU, W/O SURAJ BANERJEE,R/O 26/A, PEARY MOHAN ROY ROAD,PO-ALIPORE, PS-CHETLA, KOLKATA, PIN-700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIMMA SAHA BANERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024, THAT RIMMA BASU AND RIMMA SAHA BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AATAULLAH SEKH, SON OF SK RAMJAN ALI, RESIDING AT AKUNI, PO-AKUNI,PS-CHANDITALA, HOOGHLY, PIN-712701, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ATAULLAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024.THAT AATAULLAH SEKH AND SEKH ATAULLAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I CHANDRIMA DEOL,W/O HUNNY SINGH DEOL, R/O 107,BLOCK-B, BANGUR AVENUE,5TH FLOOR, FRONT SIDE, PO-BANGUR AVENUE, PS-LAKE TOWN, BIDHANNAGAR,PIN- 700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRIMA MULLICK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024, THAT CHANDRIMA DEOL AND CHANDRIMA MULLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMAD RIZWAN ALI, SON OF SHIRAJUDDIN, RESIDING AT CHUNABHATI, MILLAT NAGAR, PANCHPARA,P.O- RADHADASI, SANKRAIL, HOWRAH - 711317, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD RIZWAN ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024. THAT MOHAMMAD RIZWAN ALI AND MD RIZWAN ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BABUL LASKAR, SON OF MUFIZUDDIN LASKAR, RESIDING AT UNSANI SANA PARA, PS-JAGACHA, HOWRAH-711302, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABUL ALI LASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024.THAT BABUL LASKAR AND BABUL ALI LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SILA SINHA,WIFE OF TARUN KANTI SINHA, RESIDING AT VILL-SINGHPARA, PO MATHERDIGHI, BARUIPUR, SOUTH24 - 743329, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHALLADI SINHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024.THAT SILA SINHA AND AHALLADI SINHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RUPALI GHOSH, D/O SUDHANSU KUMAR PARIJA, W/O DEBOPAM GHOSH, R/O .TULIP APPT, PREMISE NO - 3025, JADAVPUR COOPERATIVE , NAYABAD, PS PURBA JADAVPUR, KOLKATA -700099, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPALI PARIJA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/05/2024, THAT RUPALI GHOSH AND RUPALI PARIJA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Rita Pal (old name) W/O Arindam Pal, residing at 1, Olai Chandi Road, P.O. & P.S.- Nimta, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700049, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khama Pal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/05/2024. Khama Pal (new name) and Rita Pal (old name) both are same identical person.

Name Change
I MOSAMMAT ACHYA KHATUN,D/O-MD ZAKIR HOSSAIN, R/O- VILL-BAROMALLIKA,PO-GOLABARI BAZAR, NORTH 24 PARGANAS,PIN-743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHYA KHATUN ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT MOSAMMAT ACHYA KHATUN AND ACHYA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AQULEEMA KHATOON, WIFE OF MAHMOOD ALAM, RESIDING AT UTTTAR DALKHILA,WARD NO-7, MAHMOOD MANZIL, NEW MASJID ROAD, DALKHOLA, UTTAR DINAJPURPUR-733201, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIBI AKLIMA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024.THAT AQULEEMA KHATOON AND BIBI AKLIMA KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Abhijeet Panja (old name) S/O Late Lakshman Chandra Panja, residing at Panja Para, Jujersha South Polli, Howrah, Pin- 711302, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abhijit Panja (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 03/05/2024. Abhijit Panja (new name) and Abhijeet Panja (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Husnara Begum (old name) W/O Mujibur Rahaman, Presently residing at 13/2A, Ekbal Pore Lane, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Husna Ara (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/05/2024. Husna Ara (new name) and Husnara Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I SK KALO AND MAHAJAN SK, SON OF ILIAS SEKH, VILL-KAPIBAGAN, P.O-BURDWAN, P.S-BURDWAN, PIN-713101, DIST-PURBA BARDHAMAN, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAJAN SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/05/2024. THAT SK KALO AND MAHAJAN SK ALSO MAHAJAN SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ADWAIT VATAS, SON OF PRABHAT CHOUDHURY, RESIDING AT TOWER 4, FLAT-1C, SOUTH CITY GARDEN, 61 B.L. SHAH ROAD, PS-NEW ALIPOR, KOLKATA -700053, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADWAIT VATS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 29/04/2024. THAT ADWAIT VATAS AND ADWAIT VATS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Abul Kalam (old name) S/O Mohammad Abbas, Presently residing at 18, Kabitirtha Sarani, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Kalamatullah (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/05/2024. Mohammad Kalamatullah (new name) and Abul Kalam (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Amit Acharyya এবং Amit Acharya (পুরাতন নাম) পিতা Late Anil Acharjee , ঠিকানা- 896/13, Kalyan garh, P.O.- Hari Pur, P.S.- Ashokanagar, Dist-North 24 Pgs, Pin- 743223, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 03.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Amit Acharjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Amit Acharjee (নতুন নাম) এবং Amit Acharyya এবং Amit Acharya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I PRITI ROY, W/O ASHOK KUMAR ROY, R/O 44/4, CHOWDHURY PARA LANE, CHOWDHURY APARTMENT, PS CHATTERJEEHAT, HOWRAH - 711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITI SAHA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/05/2024, THAT PRITI ROY AND PRITI SAHA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously called MOHAMMED SHAHNAWAZ MUNNA (old name) S/o, Mohammed Shajada R/o,168/F, Keshab Chandra Sen Street, P.S. Amherst Street, Kolkata -700009. Have Changed My Name As MD.SHAHNAWAZ(new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-03/05/2024.Therefore MOHAMMED SHAHNAWAZ MUNNA and MD. SHAHNAWAZ are same identical persons.

Name Change
I KUTUBUDDIN KHAN, S/O LATE HAZI ZAINUL ABEDIN KHAN, R/O 180, G T ROAD, SHIBPUR, HOWRAH - 711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS QUTUBUDDIN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/05/2024, THAT KUTUBUDDIN KHAN AND QUTUBUDDIN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHOKE KUMAR ROY, S/O LATE SUDHIR CHANDRA ROY, R/O 44/4, CHOWDHURY PARA LANE, CHOWDHURY APARTMENT, PS CHATTERJEEHAT, HOWRAH -711204, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUMAR ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/05/2024, THAT ASHOKE KUMAR ROY AND ASHOK KUMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, AKUL MALLICK, S/o Hriday Chand Mallick, residing at Vill Salua 3 no Govt Colony, P.O. Salua, P.S. Habra, North 24 Pgs. do hereby declare that in my son Sukdeb Mallick 's passport (No-N-2653503) my name was wrongly recorded as Aakul Mallick. Now Aakul Mallick and Akul Mallick are one and the same identical person vide an affidavit before the Notary Public at Barasat on 2/5/2024.

নবদ্বীপের সভা থেকে সিএএ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগের কড়া চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ মে ঃ আগামী ১৩ তারিখ দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রেও অনুষ্ঠিত হবে লোকসভা নির্বাচন। আর তাই হাতে সময় খুবই কম, প্রচারে একটুও সময় নষ্ট না করে ঝাপিয়ে পড়েছে সব রাজনৈতিক দলের তরফে। আর শনিবার নদীয়ায় দিনভর রাজনৈতিক সভা নিয়ে ছিলো সরগরম। নদীয়ার চাকদহ, ও বীরনগরে সভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ও নবদ্বীপে সভা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে নবদ্বীপ শহরের ১৬ নং ওয়ার্ডের সরকার পাড়া এলাকায় নিশান ক্লাব ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয় বিজেপির তরফে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার, এছাড়াও জেলা রাজ্য সহ বিভিন্ন স্তরের বহু নেতৃত্ব, ও কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। আর এদিনের এই সভার মূল বক্তা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বক্তব্যে শুভেন্দু অধিকারী একাধারে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও তাদের পরিষেবা নিয়ে বলোচনা করেন, পাশাপাশি একাধিক ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সিএএ- র আবেদনে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েকে করা তার বক্তব্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী। নবদ্বীপের সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন সিএএ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এতে নাগরিকত্ব চলে যাবে, কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে কয়েক হাজার মানুষ আবেদন করেছেন, এতে কারও নাগরিকত্ব যাবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তিনি বলেন আপনাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি সিএএ আবেদনে যদি নাগরিকত্ব না চলে যায় আপনি পদত্যাগ করবেন? আর চলে গেলে আমি পদত্যাগ করবো। বলুন আপনি রাজি কিনা! পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পকে রাজ্যসরকারের নামে চালানোরও অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেগিপিসি বলেও আক্রমণ শানান শুভেন্দু, পাশাপাশি সন্দেশ খালি নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও -অডিও নিয়েও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায় বিরোধী দলনেতার গলায়। তিনি বলেন যেটা সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়েছে, সেটার পেছনে আইপ্যাক এর এক প্রতিনিধি সহ একাধিক ব্যক্তি জড়িত, পাশাপাশি তিনি বলেন যার গলা বা যার নাম করে ভাইরাল করা হয়েছে, ইতিমধ্যে সেও নিজে ভিডিও করে শিকারোক্তি দিয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর এটা নিয়ে ইতিমধ্যে আইনের ও তদন্তের দারস্থ হয়েছি। ছাড় পাবে না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও সম্প্রতি এক জনসভা থেকে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের খরচ নিয়ে কেন্দ্র কে আক্রমণ করতে শোনা গেছে, আর এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন উনি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছেন সবটাই কেন্দ্রীয় প্রকল্প উনি সবেতেই স্টিকার মেরে চলে, আর এই জল প্রকল্প নিয়ে নবদ্বীপের পৌরপতি বিমানকৃষ্ণ সাহাকেও আক্রমণ করে শুভেন্দু অধিকারী, তিনি বলেন এখানের পৌরপতিকে ভালো ভাবতাম, কিন্তু উনি তো বড় চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত! এখানেও জলের সংযোগ এর জন্য সাধারণ মানুষের থেকে প্রথমে সারে ন'হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে পরে বিজেপির আন্দোলনে সেটা কমেছে, কিন্তু এটা সম্পূর্ন বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার কথা। এ ছাড়াও এদিনের সভায় কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতি নিয়েও প্রসংশা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাই সাথে আগের থেকে এ বার মোদিজীর হাত আরও শক্ত করতে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে জগন্নাথ সরকারকে আরও বেশি ভোটে জয়ী করিয়ে মোদিজীর হাত আরও শক্ত করতে হবে তবেই এ দুনীতি গ্রস্ত, চোর তৃণমূলের হাত থেকে সবাই নিস্তার পাবে। এদিনের সভা শেষ করে শুভেন্দু অধিকারী নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে দর্শন করতে যান, তীব্র দাবদাহকেও হার মানিয়ে এদিনের সভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

আকাশপথে প্রচারে যাবেন সুকান্ত, সফর শুরু পুরুলিয়া দিয়ে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ মে ঃ বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জন্য হেলিকপ্টার বরাদ্দ করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য রাজ্য জুড়ে সফর করতে হচ্ছে সুকান্ত মজুমদারকে। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে গাড়ি বা ট্রেনে বেশ কিছুটা সময় লাগছে। তাই সুকান্ত মজুমদারের সময় বাঁচাতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যাতে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেন সেই কারণেই হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দু'দফার নির্বাচনের আগে সুকান্ত মজুমদার সেই ভাবে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছতে পারেননি, কারণ বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তিনিই ছিলেন দলের প্রার্থী। তাই বালুরঘাটে বেশি সময় দিতে হয়েছে সুকান্তকে। এবার তাঁকে রাজ্য জুড়ে দলের বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করতে হবে। তাই সুকান্ত মজুমদারের সফরের জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করল পদ্ম শিবির। বালুরঘাটে ভোট মিটটেই তিনি প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রে। কখনও ট্রেনে আবার কখনও গাড়িতেই বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন সুকান্তবাবু। আর এবার হেলিকপ্টার পেলেন তিনি।

চতুর্থ দফায় এ রাজ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এ তথ্য জানিয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দুই সংগঠনের তরফে চতুর্থ প্রতিবেদন পেশ করে রাজ্য সংযোজক ডঃ উজ্জয়িনী হালিম বলেন, রাজ্যে ৭৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জন নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারী মামলার কথা জানিয়েছেন এঁদের মধ্যে ৮ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে গুরুতর ফৌজদারি মামলা। উচ্চ সম্পদশালী প্রথম তিনজনের তালিকায় রয়েছেন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়, আসানসোলের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিনহা ও বহরমপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠান।

সোমবার বড় পদক্ষেপ, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও চাকরিহারা শিক্ষকদের

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৪ মে ঃ তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গাঙ্গুলির অঙ্গুলিহেলনে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি যেতে বসেছে।

এমনটাই অভিযোগ চাকরিহারা শিক্ষকদের। তারই প্রতিবাদে গত ২৮ এপ্রিল থেকে তমলুক হাসপাতাল মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে চাকরিহারা শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা। আগামী সোমবার ২৬ হাজার শিক্ষকের মামলায় রায় রয়েছে। সেদিনই তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের তমলুকের বাসভবন ঘেরাও এর ডাক দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী ও সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য্যকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় চাকরিহাররা। শনিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মইদুল ইসলাম জানান, তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গাঙ্গুলি রাজ্যের শিক্ষকদের প্রতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছেন। এর প্রতিবাদ জানাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি আগামী সোমবার অভিজিত গাঙ্গুলির তমলুকের বাসভবন ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের চাকরি হারা শিক্ষক ও তাদের পরিবাররা উপস্থিত থাকবেন। মইদুল ইসলাম আরও বলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মদতে এই ধরনের নোংরামি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর করে চলেছে। তার প্রতিবাদ জানাই। দাবদাহের মধ্যেও হাজার হাজার শিক্ষক তারা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তা সত্ত্বেও অবস্থান বিক্ষোভ জারি রিয়েছে। অভিজি গাঙ্গুলি ও শুভেন্দু অধিকারী দুজনেই প্রস্তুত থাকুন চাকরি হারা শিক্ষকদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

জমা পড়া মনোনয়ন পত্র গুলি পরীক্ষার কাজ আজ শেষ হয়েছে

কলকাতা, ৪ মে ঃ রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার জন্য জমা পড়া মনোনয়ন পত্র গুলি পরীক্ষার কাজ আজ শেষ হয়েছে। ওই পর্বে রাজ্যের সাতটি আসনের জন্য মোট ৯৫ টি বৈধ্য মনোনয়ন জমা পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। এরমধ্যে ব্যারাকপুরে সর্বাধিক ২০টি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গণ্য হয়েছে। বনগাঁ ও হাওড়ায় ১৫ টিকরে, উলুবেড়িয়া ও হুগলিতে ১২ টি করে মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গণ্য হয়েছে। শ্রীরামপুর কেন্দ্রের জন্য জমা পরা ১১ এবং আরামবাগে মোট ১০ টি বৈধ মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামী সোমবার।

রবিবার সারা দেশে 'নিট', পরীক্ষার্থী ২৪ লাখের বেশি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মে ঃ ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট বা নিট ইউজি ২০২৪-এর পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড দু'দিন আগেই প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। আর রবিবার দেশের সবচেয়ে বড় মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজি। পরীক্ষা পরিচালনা করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। ২৪ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী এবারে এই পরীক্ষা দিতে চলেছেন । এবছর এনটিএ দেশ ও বিদেশের ৫৬৯ টি শহরে 'নিট' নেবে । পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের আগে কী কী মাথায় রাখতে হবে তা জেনে নিন বিস্তারিত । neet.ntaonline.in ওয়েবসাইটে গেলেই সহজে এই পরীক্ষার অ্যাডমিট দেখতে পাওয়া যাবে, ডাউনলোডও করা যাবে। রবিবার দুপুর ২টো থেকে সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত আয়োজিত হবে সর্বভারতীয় স্তরের এই 'নিট' । এই পরীক্ষার মাধ্যমে সারাদেশে মেডিক্যাল, ডেন্টাল, আয়ুষ, ভেটেরিনারি-সহ বিভিন্ন কোর্সে ২ লাখ ১০ হাজার আসনে ভর্তি হবে। 'নিট ইউজি ২০২৪' মূলত পেন-পেপার ফর্ম্যাটেই আয়োজিত হবে সারা দেশে। দেশে ও বিদেশে মোট ৫৬৯ টি শহরে, ৫ হাজারটি কেন্দ্রে নিট হবে । তামিল, মালয়ালম, উর্দু, বাংলা, ওড়িয়া, কন্নড়, পঞ্জাবি, হিন্দি, অসমীয়া এবং মারাঠি ও তেলুগু ভাষায় আয়োজিত হবে এই পরীক্ষা।

প্রচারে বেরিয়ে রোগী দেখলেন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ মে ঃ বর্ধমান পূর্ব ও বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ১৩ মে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে চলছে জোরদার প্রচার। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর সমর্থনে হেভিওয়েট নেতা নেত্রীদের আনাগোনা চলছে জেলা জুড়ে। প্রার্থীরাও স্থানীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রে। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে শনিবার প্রচার করলেন বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার। এদিন তিনি জামালপুরের জোতশ্রীরাম অঞ্চলে রোড শো করে তার প্রচার সারেন। আরাশুল খেলার মাঠ থেকে তার র‍্যালি শুরু হয়ে কৃষ্ণরামপুর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এরপর তিনি শ্রীকৃষ্ণপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি মেডিকেল চেকআপ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি নিজের হাতে রোগী ও দেখেন। র‍্যালি চলাকালীন রাস্তার দুপাশে প্রচুর মানুষ অভিনন্দন জানান প্রার্থী শর্মিলা সরকার কে। প্রচারে তার সাথে ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, মহিলা নেত্রী মিঠু মাঝি, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক অঞ্চল সভাপতি তপন দে সহ অন্যান্যরা। ডা. শর্মিলা সরকার বলেন যে তার ব্যাপারে তিনি ১০০ শতাংশরও বেশি আশাবাদী। বিধায়ক অলোক মাঝি জানিয়েছেন, এত মানুষের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে ১৩ তারিখে ভোটে কি হতে চলেছে। ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান জানান, জামালপুর ব্লক থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন দলীয় প্রার্থী ডা. শর্মিলার সরকার। তিনি আরো বলেন যে অঞ্চলেই তারা প্রার্থীকে নিয়ে প্রচারে যাচ্ছেন বিপুল মানুষের সারা তারা পাচ্ছেন। তিনিও সকলকে জেলার মেয়ে, ঘরের মেয়ে ডা. শর্মিলা সরকারকে ভোট দেবার আবেদন রাখেন। বিকালে তিনি প্রচার করেন আবুঝহাটি ২ অঞ্চলে। সেখানেও একটি রোড শো করেন তিনি। প্রচুর মানুষ তাকে দেখতে, বরণ করতে রাস্তার দুপাশে ভিড় জমান। গাড়ি থেকে নেমে তাদের মাঝে মিশে যান প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার। পরে এই অঞ্চলেই ছাত্র পরিষদের আর একটি মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নিয়ে রোগী দেখেন তিনি। প্রার্থী হিসেবে একজন ডাক্তারকে পেয়ে খুশি জামালপুরের মানুষ।

আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বাতিলকরণ করা হবে

কলকাতা, ৪ মে ঃ আদ্রা বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে বাতিলকরণ ১. ০৮৬৯৫ / ০৮৬৯৬ বোকারো স্টিল সিটি - রাঁচি - বোকারো স্টিল সিটি স্পেশাল ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। ২. ১৮০১৯/ ১৮০২০ ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম মেমু এক্সপ্রেস ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। ৩. ১৩৫০৩/ ১৩৫০৪ বর্ধমান-হাতিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিস্বল্প উৎপত্তি ১. ১২৩৬৫ / ১২৩৬৬ পাটনা-রাঁচি-পাটনা জন শতাব্দী এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে বোকারো স্টিল সিটি থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ২. ১৩৩১৯/ ১৩৩২০ দুমকা-রাঁচি-দুমকা এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে বোকারো স্টিল সিটি থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ডাইভারশন ১. ১২৮১৮ আনন্দ বিহার-হাতিয়া এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৪.০৫.২০২৪ থেকে চুনার- চোপন-গড়োয়া রোড- টোরি-বরকাকানা-মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ২. ১৩৩৫১ ধানবাদ- আলাপপুঝা এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে চন্দ্রপুরা- গোমিয়া- বারকাকানা- মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৩. ১২৮০১। ১২৮০২ পুরী- নয়াদিল্লি-পুরী এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৪.০৫.২০২৪ তারিখে পুরুলিয়া- আনারা- ভোজুডিহ-এনএসসিবি গোমোহ হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে। পুনঃনির্ধারণ ১২৮১৭ হাতিয়া - আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৫.০৫.২০২৪ তারিখে হাতিয়া থেকে ১৪.৩৫ ঘন্টার পরিবর্তে ১৫.৩৫ ঘন্টায় ছেড়ে যাবে।

পুরানো এবং নতুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে ইনস্টল করা বিশেষ নির্দেশক পায়ের ছাপ

কলকাতা, ৪ মে ঃ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনটি কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন ২ এর মিলনস্থল হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ব্লু লাইন থেকে গ্রীন লাইন ২ তে বা তার বিপরীতে কলকাতা বা হাওড়ার আশেপাশে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পুরানো এবং নতুন এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলি ব্যবহার করে। এসপ্ল্যানেডের এক করিডোর থেকে অন্য করিডোরে মসৃণভাবে যেতে সাহায্য করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পুরানো এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের পাশাপাশি নতুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নীল এবং সবুজ রঙে বিশেষ নির্দেশক পায়ের ছাপ স্থাপন করেছে। পুরানো এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নামার পর যদি কোনও যাত্রী স্টেশনের কনকোর্স এলাকার মেঝেতে স্থাপিত এই সবুজ পায়ের ছাপগুলি অনুসরণ করেন, তবে তিনি কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই আন্তঃ সংযোগকারী পথ দিয়ে নতুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে যেতে পারবেন। একইভাবে যেকোন যাত্রী নতুন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নামার পরে স্টেশনের কনকোর্স এলাকার মেঝেতে স্থাপিত নীল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সহজেই পুরানো এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে যেতে পারবেন। এই নির্দেশক পায়ের ছাপগুলি সহজে দৃশ্যমান এবং কৌশলগতভাবে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে যাত্রীরা, করিডোরগুলিকে হপ করতে ইচ্ছুক, সহজেই অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। এই নির্দেশক সবুজ এবং নীল পায়ের ছাপ ছাড়াও, ব্যানার, পোস্টার, স্টিকার ইতিমধ্যেই এসপ্ল্যানেডের এই দুটি স্টেশনে প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে যাত্রীদের ব্লু লাইন থেকে গ্রীন লাইন ২ এবং এর বিপরীতে যেতে গাইড করা যায়। মেট্রো যাত্রীরা যাত্রী সুবিধার এই নতুন সংযোজনে দৃশ্যত খুশি এবং তারা এই উদ্যোগের জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে নীল এবং কমলা রঙের নির্দেশক পদচিহ্নগুলি ইতিমধ্যেই পুরানো এবং নতুন কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনগুলিতে ইনস্টল করা হয়েছে যাতে যাত্রীদের নীল লাইন থেকে অরেঞ্জ লাইনে পরিবর্তন করতে এবং তদ্বিপরীত হতে নির্দেশিত হয়।

করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে মহিলা বন্ধ্যাকরণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

অসম, ৪ মে ঃ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে শুক্রবার একটি মহিলা বন্ধ্যাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরের নেতৃত্বে ছিলেন ডা. কিরীটি রঞ্জন দে এবং শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনোকোলজিস্টদের একটি দল। এতে ড. এস এস পাল, ড. টি বিশ্বাস এবং ড. এ কে বিশ্বাস। ওই শিবিরে ৪৩ জন সুবিধাভোগীর ল্যাপারোস্কোপিক নির্বীজন সঞ্চালন করা হয়। শিবিরের সমন্বয় করেন ডা. মতিন্দ্র সূত্রধর অতিরিক্ত মুখ্য চিকিসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (পরিবার কল্যাণ)। পাশাপাশি, ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, জেলা পরিবার পরিকল্পনা সমন্বয়ক, রুহুল আমিন লস্কর কাউন্সেলর এবং গোপা চক্রবর্তী গিরীশগঞ্জ বিপিএইচসি-র ব্লক কমিউনিটি মোবিলাইজার শিবিরের ব্যবস্থা ও সমন্বয় রক্ষা করেন। বিভিন্ন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আশা কর্মীরা পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার সুবিধাগুলি গ্রহণ করার জন্য মহিলাদের সাথে ছিলেন।

হিট স্ট্রোকে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৪ মে ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে। তীব্র গরমের কারণে হিটস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিল বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জরুরি বিভাগ ও এমন রোগীদের জন্য আলাদা চিকিৎসা ঘরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাসপাতালে খোলা হয়েছে হিট কর্নার। হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার পর্যন্ত জেলায় বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। এমন পরিস্থিতিতে গরম আরও বা।তে পারে। তীব্র গরমের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন পালটেছে। দিনের বেলা প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরতে না করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গরমে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। মূলতঃ রোদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করলে এর সম্ভাবনা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হাসপাতালগুলিকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই মতো বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ও পুরোনো এসএনসিউ বিভাগে হিট স্ট্রোকে আক্রান্তদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হিট কর্নারে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর, বরফ, ঠান্ডা জল, স্ট্যান্ড ফ্যান, তোয়ালে, রেকটাল থার্মোমিটারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হিট স্ট্রোকের চিকিৎসা সঠিক সময় করলে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। তাছাড়া রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

'তৃণমূল নেতার নির্দেশ বন্দুক, মশলা রেখেছিলাম', স্বীকারোক্তি দিল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৪ মে ঃ 'তৃণমূল নেতাদের নির্দেশে বাড়িতে বোমা তৈরীর মশলা ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ করেছিলাম', পুলিশের হাতে ধরার পর আদালতে তোলার পথে এমনই স্বীকারোক্তি দিল অভিযুক্ত। আর তাতেই শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। বিজেপি আঙুল তুলেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ, এগুলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতো। তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অন্যান্য দল যদিও শাসক দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে। লোকসভা নির্বাচনের সময় আগ্নেয়াস্ত্র সহ বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করেছে বীরভূমের সদাইপুর থানার পুলিস। এলাকার সাহাপুর গ্রামে শেখ সবুর নামে এক দুষ্কৃতীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা তৈরীর মশলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সদাইপুর থানার পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে সাহাপুর গ্রামে শেখ সবুরের বাড়িতে হানা দেয় এবং তার বাড়ির গোপন জায়গা থেকে উদ্ধার হয় এক নলা বন্দুক (পাইপ গান), এক রাউন্ড গুলি ও বোমা তৈরির মশলা। গ্রেপ্তার করা হয় সবুরকে। এদিন আদালতে তোলা হয় ধৃতকে। সেইসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ধৃত সবুর জানান, ''আমাদের গ্রামের তৃণমূল নেতা আতাই সেখ ও তার সঙ্গী রাকিবুল আমাকে বাড়িতে মালগুলি রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। গাঁয়ে ঝামেলা হয়েছে। ওদের ঘরে পুলিস রেড করছে বলে মালগুলি সরিয়ে আমার বাড়িতে রাখতে বলেছিল।'' আদালত ধৃতের পাঁচদিনের পুলিস হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

নগাঁওয়ে হিট অ্যান্ড রান, হত ব্যক্তি

নগাঁও , ৪ মে ঃ নগাঁওয়ে আজ আরও এক হিট-অ্যান্ড- রানের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। দুর্ঘটনাটি নগাঁও-বটদ্রবা সংযোগী পূর্ত সড়কে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে সংঘটিত হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। জানা গেছে, আজ শনিবার এএস ০২ ডিসি ৩৯৪১ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী অটো রিকশার সঙ্গে অজ্ঞাত একটি টাটা ডিআই মোবাইল গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে অটো রিকশার জনৈক যাত্রী ছিটকে পড়েন। ইত্যবসরে দুর্ঘটনার পর অটো রিকশা এবং টাটা মোবাইলের চালক নিহত ব্যক্তিকে রাস্তায় ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত বটদ্রবা থানা থেকে পুলিশের দল দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। তাঁর নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়নাতদন্ত করতে নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী সিভিল হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। পুলিশ পরিস্থিতির তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপিতে যোগ অরবিন্দর সিং লাভলির

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসে, এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন দিল্লি কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান অরবিন্দর সিং লাভলি। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির সদস্যতা গ্রহণ করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী ও বিজেপি নেতা বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন লাভলি। উল্লেখ্য, দিল্লি কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি থেকে গত ২৮ এপ্রিল ইস্তফা দিয়েছিলেন লাভলি। এবার কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। হরদীপ সিং পুরী এদিন বলেছেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, আপনার সেবা ব্যবহার করা হবে এবং খুব কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হবে। আমাদের দলে আপনার মতো লোকজনের প্রয়োজন। আপনি আমাদের পরিবারে যোগ দিচ্ছেন এবং আমি আপনাকে স্বাগত জানাতে চাই এবং আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর লাভলি বলেছেন, আমি দিল্লি কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম এবং তারপরে, আমি আমার সমস্ত সহকর্মী এবং হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মীদের সাথে দেখা করেছি। সবাই বলেছিলেন যে আপনার ঘরে বসে থাকা উচিত নয় এবং দিল্লি এবং দেশের মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ত্রিপুরায় পেট্রোল-ডিজেলের তীব্র সংকট, যান চলাচল বিঘ্নিত

ত্রিপুরা, ৪ মে ঃ ত্রিপুরা সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত। দীর্ঘ সময় ধরে শনিবার দুপুরে বন্ধ আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক। জানা গেছে, বৃষ্টির ফলে অসমের পাহা। লাইনের রেল পথ, মেঘালয়ের জাতীয় সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। ফলে রাজ্যে পৌঁছাতে পারছে না জ্বালানি তেলের ট্যাংকার। তাই রাজ্যে জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার দুদিন আগে জ্বালানি তেলের ওপর রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছে। রাজ্যের প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে দুদিন ধরে ডিজেল-পেট্রোলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে যান চালকদের পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। ঠিক একইভাবে আজ শনিবার দুপুরে বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে বাইক ও গাড়ি চালকদের দীর্ঘ লাইন পড়ে। প্রখর রোদের তাপকে উপেক্ষা করে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে চালকরা জ্বালানি তেল সংগ্রহ করেছেন। রাস্তায় গাড়ি চালকদের লাইন থাকায় আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে পড়ে গাড়ি চলাচল।

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/০৪/২০২৪-২৫, তারিখ: ০৩-০৫-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীদের দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম. নং.:১; টেন্ডার নং. : ৪০/২৪/০৫৫৫/ওটি/২৫/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১০-০৫-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এলএইচবি কোচগুলির জন্য রুফ মাউন্টেড এসি প্যাকেজ ইউনিটের জন্য মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোলার আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯ ২০০৯ (রেভ-১) অনুযায়ী ডিআরজি নং. নিল. স্পেকন: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৩৯ ২০০৯ (রেভ-১) (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। (i) পরিমান- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৩০টি, (ii) পরিমান- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১০টি। পি.এল. নং. -৪৫২১২১১৯।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫১০৮/ওটি/২৬/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-০৫-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: পিএসসি স্লিপারের উপর ১-ইন-১২ বিজি ৬০ কেজি ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং (ডব্লিউসিএমএসসি) আরডিএসও -এর স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং নম্বর টি-৬৪১২ অনুযায়ী ৬ মিমি পুরু খাঁজকাটা রাবার সোল প্লেট সরবরাহ সহ (ড্রয়িং নম্বর আরডিএসও/টি-৬২০৪, আরডিএসও/টি-৬৬২১১ অনুযায়ী, আরডিএসও/টি-৬৮৪৩ স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট বাদে আরডিএসও/টি-৬৮৪৬ অনুযায়ী, ফিশ বোল্ট এবং নাটস,ই.আর ক্লিপস, লাইনার ইত্যাদি সহ (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: হ্যাঁ, স্টেজ: ১)। পরিমান- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর(আসাম) এর জন্য ২০০ সেট। পি.এল.নং-৬০০৬০২৭০।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৩০/২৪/১৭২৬বি/ওটি/২৭/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২১-০৫-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এলএইচবি কোচের জন্য সিওসিকে জিআই-ডিএন ২৫ই কেবি পিটি নং.I I ৫০১১৭৬/১এ১ই বা এফটিআইটিআইপিএল পিটি নং ৭৯০০৪০৪০০। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০) । (i) পরিমাণ - ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ৪৫টি, (ii) পরিমাণ - নিউ বোঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর, (আসাম) এর জন্য ৫১৫টি, (iii) পরিমাণ - নিউ জলপাইগুড়ি জং. জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৫টি । পি.এল. নং - ৩৩৫১৩০০৪,

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৩৭৯৮/ওটি/২৮/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৪-০৫-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: এলিমেন্ট ফিল্টার এবং ডিএলডব্লিউ পার্ট নং-১৭৪৫২১৬৮ ইএমডি পার্ট নং-৮৪৭০৯০৩ অনুযায়ী, এমপি, টিপি-৫০, রেভ.০.০১, জুলাই- ২০২৩। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। (i) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৭০০টি, (ii) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জং ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ২০০০টি ।পি.এল. নং ১৭৪৫২১৬৮।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৫০/২৩/০৬৬৮/ওটি/২৯/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৭-০৫-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: প্রধান রঙের আলো সংকেতের জন্য সবুজ এলইডি সিগন্যাল ল্যাম্প রেলওয়ে সিগন্যালিংয়ের জন্য আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০১০ রেভ.১.১ সর্বশেষ সংশোধনী/সংস্করণ সহ অনুযায়ী। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: টিপিআই, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। (i) পরিমাণ - ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ৬৯টি, (ii) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১২১টি, (iii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জং জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৩১টি, (iv) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য ৩০টি । পি.এল. নং ৫৬৪৬৮০৮৮ ।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫০৫৯এ/ওটি/৩০/২০২৪ -২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৫-২০২৪।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: (১) ওয়াইডার কার্ভ স্ল্যাক গেজ স্লীপার ১৬৭৫ এমএম ডিআরজিএফ নং টি-৮৯৭৯। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ধর্মনগর, এনএফআর (ত্রিপুরা) -এর জন্য ৮০০টি । পি.এল. নং-৬০১৯০২০৬। (২) ওয়াইডার কার্ভ স্ল্যাক গেজ স্লীপার ১৬৮২ এমএম ডিআরজি নং টি-৮৯৮২। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ধর্মনগর, এনএফআর(ত্রিপুরা) -এর জন্য ৩৪৪৪টি ।পি.এল. ৬০১৯০২০৬০ । (৩) ওয়াইডার কার্ভ স্ল্যাক গেজ স্লীপার ১৬৭৯ এমএম ডিআরজি নং টি-৮৯৮১। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ধর্মনগর, এনএফআর(ত্রিপুরা) -এর জন্য ৮০০টি। পি.এল. নং-৬০১৯০২০৬০০। (৪) ওয়াইডার কার্ভ স্ল্যাক গেজ স্লীপার ১৬৭৭ এমএম ডিআরজি নং টি-৮৯৮০। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ধর্মনগর, এনএফআর (ত্রিপুরা) এর জন্য ৮০০টি । পি.এল. নং. -৬০১৯০২০৬০০২।

ক্রম. নং.:৭: টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫০৬০এ/ওটি/৩১/২০২৪-২৫;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৩-০৫-২০২৪ ।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: পিএসসি স্লীপার টার্ন আউট স্লীপার ১ ইন ৮.৫, ৬০ কেজি। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৩০ মাস) (ইন্সপেকশন এজেন্সী: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেকশন: না, স্টেজ: ০)। (i) পরিমাণ- সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/রঙ্গিয়া জং, এনএফআর (আসাম) -এর জন্য ১০ সেট, (ii) পরিমাণ- এসএসই/পি-ওয়ে/বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম) এর জন্য ১০ সেট। পি.এল. নং. - ৬০১১১০০৮ ।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কলকাতার নাইট রাইডার্স প্লে-অফের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল

কলকাতা, ৪ মে ঃ গতকাল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর কলকাতার নাইট রাইডার্স প্লে-অফের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল। আর টানা চারটি হারে ঝুঁকিতে পা৷ে গেল মুম্বই ইন্ডিয়ানস। গতকাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ শেষে কলকাতার পয়েন্ট ১০ ম্যাচ থেকে ১৪ পয়েন্ট। টেবিলে আছে দুইয়ে। আর ১ ম্যাচ বেশি খেলে মুম্বাই পেয়েছে মাত্র ৬ পয়েন্ট। এই পয়েন্ট নিয়ে ১০ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে রয়েছে তারা। এর ফলে প্লে অফের দৌড় থেকে অনেকটাই বেশ অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল মুম্বই। এমআই বনাম কেকেআর আইপিএল ২০২৪ খেলার পরে স্ট্যান্ডিং কেমন দেখে নেওয়া যাক। রাজস্থান রয়্যালস ঃ ১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট, কলকাতা নাইট রাইডার্স ঃ ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট , লখনউ সুপার জায়ান্টস, ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট, সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ, ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট, চেন্নাই সুপার কিংস ঃ ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট, দিল্লি ক্যাপিটালস, ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট, পাঞ্জাব কিংসঃ ১০ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট, গুজরাট টাইটানসঃ ১০ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ঃ ১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুঃ ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট।

‘১০৩ বছরের ’ সুপারফ্যানকে জার্সি উপহার ধোনির

৪ মে ঃ তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনি। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে তাঁর অগণিত ভক্ত। ৮ থেকে ৮০-সকলেই অপেক্ষা করে থাকেন কখন মাঠে নামবেন মাহি। সেই তালিকায় আছেন এক ‘তরুন ভক্ত। তবে তিনি ৮ থেকে ৮০-র গণ্ডিতে পড়েন না। তাঁর বয়স মাত্র ১০৩! ধোনির সঙ্গে দেখা করার জন্য এতদিন মুখিয়ে ছিলেন এস রামদাস। অবশেষে সেই ‘তরুন ভক্তের জন্য বিশেষ উপহার পাঠালেন থালা। চেন্নাই সুপার কিংসের ‘সুপারফ্যান এস রামদাস। সেই ২০০৮ সাল থেকে তিনি গলা ফাটিয়ে আসছেন দলের জন্য। যদিও নিজেকে বৃদ্ধ বলতে প্রবল আপত্তি তাঁর। বলেন, ‘সিনিয়র ইয়ুথ’। তবে কখনওই ধোনির সাক্ষাৎ পাননি তিনি। অপেক্ষা করেছিলেন, যদি কোনওদিন তাঁকে মাহি ফোন করেন, তাহলে রামদাস অবশ্যই যাবেন খেলা দেখতে। সেই স্বপ্নপূরণ না হলেও বিশেষ চমক ছিল তাঁর জন্য। এদিন সোশাল মিডিয়ায় চেন্নাই সুপার কিংস থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। যেখানে দেখা যায় ধোনি একটি জার্সিতে সই করছেন। প্রথমে আর পাঁচটা ঘটনার মতো মনে হলেও পরে সেই জার্সিতে তুলে দেওয়া হয় রামদাসের হাতে। ১০৩-এর ‘ চোখে তখন অপার বিস্ময়। চেয়ারে বসে ছেলের হাত থেকে তুলে নিলেন সেই বিশেষ উপহার। জার্সিতে লেখা ‘ জন্য থাথাকে (দাদু) ধন্যবাদ’। তাঁর বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে জার্সির নম্বর ১০৩।চলতি বছরেই ১০৪-এ পা দেবেন রামদাস। আজও সমান উৎসাহে তিনি খেলা দেখেন। টি-টোয়েন্টির বিশেষ ভক্ত। কারণ দ্রুত ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। একসময়ে বোলিংও করতেন তিনি। তবে আঘাতের ভয়ে ব্যাট করতে চাইতেন না। অথচ আজও ধোনি অনায়াসে মাঠের বাইরে বল পাঠিয়ে দেন। ক্রিকেটের মঞ্চ মিলিয়ে দিল দুই বয়সের দুই প্রতিনিধিকে, ভক্ত আর নায়ককে।

ভারতের সম্ভাব্য ফিফা ডব্লিউসি কোয়ালিফায়ার স্কোয়াড ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৪ মে ঃ আজ এআইএফএফ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য অস্থায়ী. স্কোয়াড় ঘোষণা করেছে এক টুইটারের মাধ্যমে। কোচ ইগর স্টিমাক কাতার এবং কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ভারতের ২৬ সদস্যের একটি দল বেছে নিয়েছেন। সাহল আবদুল সামাদ ও শুভাশীষ বোসের মতো খেলোয়াড় তালিকা থেকে নেই। ভারতীয় ফুটবল দল ১০ মে তাদের ক্যাম্প শুরু করবে ভুবনেশ্বরে। ৬ জুন কলকাতায় কুযেতের বিরুদ্ধে খেলবে। ১১ জুন দোহাতে কাতারের বিরুদ্ধে খেলবে।

তীরে এসে ডুবল মোহন-তরী

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যোগ্য দল হিসাবে জিতল মুম্বই সিটি এফসি

অরুপ মন্ডল, কলকাতা, ৪ মে ঃ যুবভারতীতে মহারণ। আইএসএল ফাইনালে মুখোমুখি মোহনবাগান ও মুম্বই সিটি এফসি। তিন এক গোলে জিতল মুম্বাই সিটি এফসি। তীরে এসে ডুবল মোহন-তরী। ভরা যুবভারতীতে হেরে গেল মোহনবাগান। হাবাসের দলকে থামিয়ে দিয়ে আইএসএল খেতাব মুম্বইয়ে নিয়ে গেলেন ছাংতেরা। দ্বিতীয় ধাপে মোহনবাগান দাঁড়াতেই পারেনি। পিটার ক্রাটকির দলকে হারিয়েই লিগ শিল্ড জিতেছে সবুজ-মেরুন শিবির। ফাইনালে কি তাঁরা বদলা নিতে পারবে? নাকি এবারও জয়ী হবে হাবাসের মগজাস্ত্র? ১৭ মিনিটে বিক্রমজিতের গতির কাছে পরাস্ত বাগান ডিফেন্ডাররা। কোনও রকমে বল ক্লিয়ার টাংরির। তার পরেই বক্সের ডান দিক থেকে ক্রস জয়েশ রানের। হেড দিয়ে বাঁচান ইউয়েস্তে। কর্নার থেকে মেহতাবের হেড গোলের উপর দিয়ে চলে যায়। ডান দিক থেকে মুম্বই বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন থাপা। কিন্তু তাঁর ভাসানো বল কর্নার করে বাঁচান মুম্বই ডিফেন্ডাররা। এগিয়ে থেকেও শেষরক্ষা হল না। সল্টলেক (লবণ হ্রদ) স্টেডিয়ামে আইএসএল ফাইনালেশেষ হাসি হাসল মুম্বাই সিটি এফসি। নির্ধারিত সময়ের শেষে ৩-১ গোলের ব্যবধানে এই ম্যাচ জিতে নিল পেট্রো ক্র্যাটকির ছেলেরা। আজ মুম্বাই দলের জার্সি গোল করেন যথাক্রমে জর্জ পেরেইরা দিয়াজ, বিপিন সিং এবং জেকব ভোজটাস। মোহনবাগানের হয়ে একটিমাত্র গোল করেন জেসন কামিন্স। তবে মুম্বাই দলের আক্রমণের কোনো জবাব ছিলনা বাগান ফুটবলারদের কাছে। যারফলে, অনায়াসেই যুবভারতীর বুকে জয় ছিনিয়ে নিল রাহুল ভেকের দল।মোহনবাগান প্রথম একাদশ। বিশাল কাইথ, আনোয়ার আলি, ইউয়েস্তে, শুভাশিস বোস, মনবীর সিং, জনি কাউকো, দীপক টাংরি, লিস্টন কোলাসো, দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস, অনিরুদ্ধ থাপা। মুম্বই সিটি এফসির প্রথম একাদশ। লেপচানা, মেহতাব সিং, তিরি, ক্রৌমা, রাহুল ভেকে, আপুইয়া, জয়েশ রানে, নগুয়েরা, বিক্রমজিত সিং, পেরেইরা দিয়াজ, ছাংতে।কার্ড সমস্যায় মোহনবাগান পাই নি ফরওয়ার্ড আর্মান্দো সাদিকুকে। অন্যদিকে চোটের জন্য মুম্বই দলে নেই ডিফেন্ডার আকাশ মিশ্রা। কার্ডের জন্য তারা পাচ্ছে না মিডফিল্ডার ইওল ভ্যান নিফকে।

বাজারে আসছে মেসির হাইড্রেশন পানীয়, আর কী ব্যবসা আছে আর্জেন্টাইন তারকার

৪ মে ঃ ফুটবল-দুনিয়ায় লিওনেল মেসির সাফল্য ও অর্জনের সবটাই ভক্ত-সমর্থকদের জানা। ফুটবলের বাইরেও মেসির জগটা একেবারে ছোট নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুনিয়ায়ও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী এ মহাতারকা। মেসির ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর যদিও খুব কমই সামনে আসে। তবে এবার হাইড্রেশন ড্রিংক (জলযোজন পানীয়) বাজারের আনার প্রস্তুতির খবর দিয়ে আলোচনায় এসেছেন এই ইন্টার মায়ামি তারকা। নাম ঠিক না করলেও এই পানীয় বাজারে আনার ঘোষণা গত মার্চেই দিয়েছিলেন মেসি। সে সময় তিনি বেভারেজ প্রস্তুতকারক কোম্পানি মার্ক অ্যান্থনি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার খবরও জানান। মার্ক অ্যান্থনি ব্র্যান্ডের পক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে মেসি তখন বলেছিলেন, ‘ বিষয়টি নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত। আমি একজন মালিক হিসেবে বিনিয়োগ করেছি। এমন কিছু আমি আগে কখনোই করিনি।’ বিবৃতিতে এই পানীয় যুগান্তকারী এবং অন্য নন-অ্যালকোহলিক ব্র্যান্ডের চেয়ে একেবারে আলাদা বলেও উল্লেখ করা হয়। সামাজিক যোগাযোগামাধ্যমে মেসির দেওয়া পোস্ট থেকে জানা গেছে, এ বছরের ২৪ জুন পানীয়টি বাজারজাত করা হবে। শুরুতে এই পণ্য শুধু যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার বাজারে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে গত বুধবার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে নিজের এই পানীয় বাজারে আনা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপজয়ী তারকার পোস্ট করা ভিডিওটিতে মেসি ও তাঁর স্ত্রী

আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোকে একটি পানীয় প্রস্তুতকারক কারখানা পরিদর্শন করতে দেখা যায়। মেসি সেখানে বলেন, ‘ নিজেদের হাইড্রেশন ড্রিংকটি বাজারে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কারণ, হাইড্রেশন (জলযোজন) সবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে হওয়ার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করতে চাই। যেখানে আমাদের কাজটি এগিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে মাত্রই ফিরলাম। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জলযোজন পানীয়টি কীভাবে তৈরি হচ্ছে, সেটি সম্পর্কে জেনেছি।’ মেসির মার্ক অ্যান্থনি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অবশ্য তাঁর মাঠের বাইরে গ৷ে ওঠা বিশাল এক ব্যবসায়িক দুনিয়ার সামান্য অংশ। ইন্টার মায়ামি থেকে বছরে ৫-৬ কোটি ডলার আয় করেন মেসি। ফোর্বসের হিসাব মতে, সাবেক এ বার্সেলোনা তারকার বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ৬০ কোটি ডলারের মতো। নানা ধরনের ব্যান্ড ও প্রতিষ্ঠানের পণ্যের দূত হিসেবেও বিপুল পরিমাণ আয় করেন মেসি, যেখানে অ্যাডিডাস ও পেপসিকোর মতো নামী ব্র্যান্ডও আছে। অ্যাডিডাস ২০১৭ সালে মেসির সঙ্গে আজীবনের জন্য চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী বছরে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার করে পেয়ে থাকেন ‘ টেন’। এ ছা৷া ক্রিপ্টো ফার্ম সোসিওস ডটকম থেকে বছরে ২ কোটি এবং সৌদি ট্যুরিজম কর্তৃপক্ষ থেকে বছরে ২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের বেশি পেয়ে থাকেন মেসি। আর ব্যবসায়ী হিসেবে মেসি এরই মধ্যে নিজের কাপ৷রে ব্র্যান্ড চালু করেছেন। ধীরে ধীরে ব৷ হচ্ছে মেসি স্টোরও। এর আগে ২০২২ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে প্লে টাইম স্পোর্ট-টেক নামের ইনভেস্টমেঃট ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন মেসি, যে প্রতিষ্ঠান খেলাধুলায় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করে। এ ছা৷া হোটেল ব্যবসাসহ আরও বেশ কিছু ব্যবসা থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেন মেসি।

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান হারাল ভারত, এক নম্বরে উঠে এল কোন দল?

৪ মে ঃ প্রকাশিত হয়েছে আইসিসির বার্ষিক র‍্যাঙ্কিং তালিকা। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন প্রথম স্থান দখল করে রাখার পর অবশেষে সিংহাসন হারাল ভারত । নতুন বার্ষিক আপডেটে দলগত র‍্যাঙ্কিংয়ে দুনম্বরে নেমে গিয়েছে রোহিত শর্মার দল। এক নম্বরে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। যদিও ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির দলগত র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে আইসিসির দলগত র‍্যাঙ্কিং তালিকার বার্ষিক আপডেট। সেখানে ৩০ ম্যাচে ৩৭১৫ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের রেটিং ১২৪। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের রেটিং ১২০। ২৬টি টেস্ট ম্যাচে রোহিত শর্মাদের সংগ্রহ ৩১০৮ পয়েন্ট। প্রথম পাঁচে ঠাঁই হয়নি পাকিস্তানের। তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। গত বছরের জুন মাসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। সেই ম্যাচে ২০৯ রানে হারেন রোহিত শর্মারা। বার্ষিক র‍্যাঙ্কিংয়ে তারই ছাপ দেখা গেল। যার ফলে এগিয়ে গেলেন প্যাট ক্যামিন্সরা। যদিও টি-টোয়েন্টি ও একদিনের ম্যাচে শীর্ষস্থানেই রইল ভারত। একদিনের ক্রিকেটে তাদের রেটিং ১২২। টি-টোয়েন্টিতে রেটিং ২৬৪। কিন্তু টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পতনের ফলে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটে শীর্ষস্থান ধরে রাখা হল না। ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে অলরাউন্ডারের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। বোলার হিসেবে প্রথম স্থানে আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর বসছে পাকিস্তানে। করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি এবং লাহোর- ভেন্যু হিসেবে এই তিনটি শহরের নাম আইসিসি-কে পাঠিয়েছে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, লাহোরে ফেলা হবে ভারতের খেলা। গদ্দাফি স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার সব ম্যাচগুলো হবে বলেই খবর। লাহোরে সব ম্যাচগুলো হলে ভারতীয় দলকে বিশেষ ঘুরতে হবে না পাক মুলুকে। তাছাড়া ভারত থেকেও দর্শকরা আসতে পারেন লাহোরে। ওয়াঘা সীমান্ত থেকে গদ্দাফি স্টেডিয়াম মাত্র ২৯ কিমি। ফলে ভারতীয় দর্শকদেরও বিশেষ সমস্যা হবে না। ইদানীং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয় না। আইসিসি টুর্নামেন্টেই কেবল সাক্ষা হয় দুই প্রতিবেশী দেশের।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ব্যর্থ টপ অর্ডার, নাইটদের লড়াইয়ে ফেরাল ভেঙ্কটেশ-মণীশ জুটি

৪ মে ঃ নাইটদের কাছে বরাবরই শক্ত গাঁট মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আরব সাগরের তীরে কোনও দিনই নিজেদের সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি কলকাতা। ওয়াংখেড়েতে শেষ জয় এসেছে ২০১২ সালে। চলতি আইপিএলে (ক্রিগ্রা ২০২৪) অবশ্য দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে দুই দল। হারতে হারতে প্লে অফের রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার দলের। অন্যদিকে শুক্রবার রাতে নাইটদের কাছে সুযোগ আছে প্লে অফের রাস্তা পরিষ্কার করার। কিন্তু সেই ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতায় বড় রান তুলতে পারলেন না শ্রেয়স আইয়াররা। এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন হার্দিক। ওয়াংখেড়েতে এবার বেশ কয়েকটি ম্যাচে বড় রান দেখা গিয়েছে। ফলে নাইটদের কাছে ব৷ ইনিংসের প্রত্যাশা ছিল ভক্তদের। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য ছবি। একের পর এক উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে গেলেন রিঙ্কু সিংরা। ফিল সল্ট আর সুনীল নারিনের ওপেনিং জুটিতে ভর করে এতদিন সাফল্যের পাহাড়ে উঠছিল নাইটরা। এদিন সেই জুটি ব্যর্থ। ম্যাচের প্রথম ওভারেই নুয়ান থুসারার বলে ৫ রানে ফিরে গেলেন সল্ট। হার্দিক পাণ্ডিয়ার বলে নারিন আউট হলেন ৮ রানে। সেই সময় মাঝের সারির ব্যাটারদের দায়িত্ব ছিল ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। উঠতি তারকা অঙ্গকৃষ রঘুবংশী পালটা আক্রমণের রাস্তা ধরেছিলেন। কিন্তু ফের একবার জ্বলে উঠলেন থুসারা।

৬ বলে ১৩ করে ফিরে গেলেন অঙ্গকৃষ। সামনের মাসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাননি শ্রেয়স আইয়ার (৬) আর রিঙ্কু সিং। নাইট অধিনায়ক যে ডাক পাবেন না, সেই দেওয়াল লিখন অনেকে আগেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জাতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত আর সহ-অধিনায়ক হার্দিকের দলের বিরুদ্ধে ব৷ ইনিংস খেলে অনেক প্রশ্ন তুলে দিতে পারতেন রিঙ্কু। কিন্তু মাত্র ৯ রানে থেমে গেল রিঙ্কুর ইনিংস। অবস্থা বেগতিক দেখে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে মণীশ পাণ্ডেকে নামাতে বাধ্য হয় নাইটদের থিঙ্কট্যাঙ্ক। সপ্তম ওভারে মাত্র ৫৮ রানের মাথায় ৫ উইকেট হারিয়ে তখন রীতিমতো ধুঁকছে নাইটরা। আদৌ পুরো কুড়ি ওভার খেলতে পারবে কিনা, এমন ভয়ও তাড়া করতে থাকে। জশপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে পীযূষ চাওলা আর নুয়ান থুসারার আক্রমণের চক্রব্যূহ থেকে বেরনোর পথ খুঁজছিল কেকেআর। সেখান থেকে নাইটদের ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার আর মণীশ পাণ্ডে (৪২)। ৫২ বলে ৭০ রানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে যান ভেঙ্কটেশ। শেষ পর্যন্ত সব উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে নাইট রাইডার্স। এই রান নিয়ে কি মুম্বইকে আটকানো সম্ভব? সেই কঠিন কাজটাই করতে হবে স্টার্কদের। নাহলে প্লে অফের রাস্তা কঠিন হয়ে যাবে নাইটদের জন্য।

ইংল্যান্ড কেন ইউরো জিততে পারে

৪ মে ঃ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের মৌসুম এখন শেষের দিকে। এরই মধ্যে বেশ কিছু লিগের শিরোপা-ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাকি লিগগুলো এবং ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার শিরোপা-ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যাবে। তবে ক্লাব ফুটবলের মৌসুম শেষ অঙ্কে চলে এলেও ফুটবলের মৌসুম কিন্তু এখনই শেষ হচ্ছে না। এরপরই যে শুরু হবে ইউরো ২০২৪। ১৫ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের উত্তাপ অবশ্য এখন থেকেই ছড়াতে শুরু করেছে। স্বয়ং ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাও সম্প্রতি ইউরো নিয়ে কথা বলেছেন। এবার ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দারুণ সম্ভাবনাও দেখছেন গার্দিওলা। এমনকি তাঁর নিজের দল ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ইংল্যান্ডের মিলও খুঁজে পেয়েছেন গার্দিওলা। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার কাছাকাছি পৌঁছেও শিরোপা জেতা হয়নি ইংল্যান্ডের। গ্যারেথ সাউথগেটের দল ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে গিয়ে হার মেনেছিল। ২০২১ ইউরো ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরেছিল ইতালির কাছে। ২০২২ বিশ্বকাপে ‘ লায়ন্স’রা ফ্রান্সের কাছে হেরেছে কোয়ার্টার ফাইনালে।

কাছাকাছি গিয়ে বারবার ফিরে এলেও গার্দিওলা মনে করেন ইংল্যান্ড সঠিক পথেই আছে, ‘ খুবই ভালোই দল। এটা শুধু স্ট্রাইকারদের মেধার জন্য না, পুরো প্যাকেজ ও দলের জন্য। আর গ্যারেথ (সাউথগেট) সঠিকভাবে জানে তাকে কী করতে হবে। আমার ভাবনা এবং সবার ভাবনা এমন যে সর্বশেষ প্রতিযোগিতা যেমন বিশ্বকাপ এবং ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের পর তারা সামনে এগিয়েছে। তারা একেবারে কাছাকাছি আছে, একদম নিকটে। তারা একবার ফাইনালে হেরেছে এবং একবার সেমিফাইনালে উঠেছে।’ সিটির সঙ্গে ইংল্যান্ডের তুলনা করে গার্দিওলা আরও বলেছেন, ‘ যখন প্রতি দুই বছরে এ পর্যায়ে পৌঁছাবেন, তার মানে এটা ঘটতে (চ্যাম্পিয়ন) যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গেও এমনই হয়েছে। আমরাও খুব কাছাকাছি ছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত

ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছি।’ ইংল্যান্ডের দলের দারুণ সম্ভাবনা দেখা গার্দিওলা দেশটির সমর্থকদেরও দারুণ প্রশংসা করেন। সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে খেলোয়াড়দের নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখতে বললেন এ স্প্যানিশ কোচ, ‘ যখন ইউরোপিয়ান কাপ কিংবা বিশ্বকাপ খেলে তাদের (সমর্থকদের) প্রতিক্রিয়াগুলো আমি দেখি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। জাতীয় দলের জন্য তারা বেশ পাগলামি করে। এটা প্রমাণ করে যে দল নিয়ে তারা কতটা গর্বিত। একজন ফুটবলারের জন্য এটা সেরা ব্যাপার যে দেশের জন্য আপনি যা করছেন, যেভাবে খেলছেন এবং শেষ ধাপে পৌঁছাচ্ছেন সেসব নিয়ে আপনার দেশ গর্বিত। এখন শুধু বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি তারা বিশ্বাস রাখতে পারে, তবে তারা কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে।’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com